182.Oc.917.85.
577
Bgl 30
18h915
BENGAL LIBRARY WRITERS' BUILDING 1919

স্বামী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ফাল্গুন, ১৩২৪

54

মূল্য বার আনা

0.75

RARE BOOK

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

NATIONAL LIBRARY
No. Imp 4184
Dt. 16.7.57
CALCUTTA

IMPERIAL LIBRARY
13 JUN 19

VICTORIA PRESS

182 OC 917.85

Printed by RADHASYAM Das.
2, Goabagan Street, Calcutta.

উপহার

স্বামী

সৌদামিনী নামটা আমার বাবার দেওয়া। আমি এ… আমাকে এক বছরের বেশী ত তিনি চোখে দেখে যেতে পানি… এমন ক'রে আমার ভিতরে বাহিরে মিলিয়ে নাম রেখে গিয়েছিলে… কোরে? বীজমন্ত্রের মত এই একটি কথায় আমার সমস্ত ভবি… জীবনের ইতিহাসটাই যেন বাবা ব্যক্ত ক'রে গেছেন!

রূপ? তা আছে মানি; কিন্তু, না গো না, এ আমার দেমাক নয়—দেমাক নয়। বুক চিরে যে দেখান যায় না, নইলে এই মুহূর্ত্তেই দেখিয়ে দিতুম, রূপ নিয়ে গৌরব কর্‌বার আমার আর বাকি কিচ্ছু নেই—একেবারে কিচ্ছু—নেই! আঠারো—উনিশ? হাঁ, তাই বটে। বয়স আমার উনিশই। বাইরের দেহটা আমার তার বেশী প্রাচীন হ'তে পায়নি। কিন্তু এই বুকের ভিতরটায়? এখানে যে বুড়ী তার উনআশী বছরের শুক্‌নো হাড়গোড় নিয়ে বাস ক'রে আছে, তাকে ত দেখ্‌তে পাচ্চো না? পেলে এতক্ষণ ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌তে!

একলা ঘরের মধ্যে মনে হলেও ত আজও আমার লজ্জায় মর্‌তে ইচ্ছা করে; তবে এ কলঙ্কের কালী কাগজের ওপর ঢেলে দেবার আমার

ল! সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে সেইটেই ত আজ বে। নইলে আমার মুক্তি হবে কিসে?

মত আমিও ত আমার স্বামীকে বিয়ের মন্তরের ভিতর ুম। তবে, কেন তাতে আমার মন উঠ্‌ল না। আমাকে দিতে হ'ল, আমার অতি বড় শত্রুর জন্যেও জন্যে কামনা করিনে। কিন্তু দাম আমাকে দিতে হ'ল -পুণ্য, লাভ-ক্ষতি, ন্যায়-অন্যায়ের মালিক, তিনি আমাকে হাই দিলেন না। কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় ক'রে সর্ব্বস্বান্ত ধন আমাকে পথে বার কোরে দিলেন—লজ্জা-সরমের আর কাথাও কিছু অবশিষ্ট রাখ্‌লেন না—তখনই শুধু দেখিয়ে দিলেন, সর্ব্বনাশী, এ তুই করেছিস্ কি? স্বামী যে তোর আত্মা! তাঁকে ছেড়ে তুই ব্বি কোথায়? একদিন-না-একদিন তোর ঐ শূন্য বুকের মধ্যে তাঁকে যে তোর পেতেই হবে। এ জন্মে হোক্, আগামী জন্মে হোক্, কোটি জন্ম পরে হোক্, তাঁকে যে তোর চাই-ই। তুই যে তাঁরই।

জানি, যা হারিয়েছি, তার অনন্ত গুণ আজ ফিরে পেয়েছি। কিন্তু তবু যে এ কথা কিছুতেই ভুল্‌তে পারিনে, এটা আমার নারী-দেহ। আজ আমার আনন্দ রাখ্‌বার জায়গা নেই, কিন্তু ব্যথা রাখ্‌বারও যে ঠাঁই দেখি না প্রভু! এ দেহের প্রত্যেক অণু পরমাণু যে অহোরাত্র কাঁদ্‌চে—ওরে অস্পৃশ্যা, ওরে পতিতা, আমাদের আর বেঁধে পোড়াস্‌নে—আমাদের ছুটি দে, আমরা একবার ম'রে বাঁচি!

কিন্তু থাক্ সে কথা।

স্বামী

বাবা মারা গেলেন, এক বছরের মেয়ে নিয়ে মা বাপের বাড়ী চ'লে এলেন। মামার ছেলেপিলে ছিল না, তাই গরীবের ঘর হ'লেও আমার আদর যত্নের কোন ত্রুটি হ'ল না। বড় বয়স পর্য্যন্ত তাঁর কাছে বসে ইংরাজী বাঙ্‌লা কত বই না আমি পড়েছিলুম।

কিন্তু মামা ছিলেন ঘোর নাস্তিক। ঠাকুর দেবতা কিছুই মান্‌তেন না। বাড়ীতে একটা পূজা-অর্চ্চনা, কি বার-ব্রতও কোন দিন হ'তে দেখিনি—এ সব, তিনি দুচক্ষে দেখ্‌তে পার্‌তেন না।

নাস্তিক বই কি! মামা মুখে বল্‌তেন বটে তিনি 'Agnostic' কিন্তু সেও ত একটা মস্ত ফাঁকি! কথাটা যিনি প্রথম আবিষ্কার ক'রেছিলেন, তিনি ত শুধু লোকের চোখে ধূলা দিবার জন্যেই নিজেদের আগাগোড়া ফাঁকির পিছনে আর একটা আকাশ পাতাল জোড়া ফাঁকি জুড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন! কিন্তু তখন কি ছাই এ সব বুঝেছিলুম! আসল কথা হ'চ্চে সুঘির চেয়ে বালির তাতেই গায়ে বেশি ফোস্কা পড়ে। আমার মামারও হয়েছিল সেই দশা।

শুধু আমার মা বোধ করি যেন লুকিয়ে ব'সে কি সব কর্‌তেন। সে কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ জান্‌তে পেত না। তা মা যা খুসি করুন, আমি কিন্তু মামার বিদ্যে ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা শিখে নিয়েছিলুম।

আমার বেশ মনে পড়ে, দোরগোড়ায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এসে দাঁড়ালে সঙ দেখ্‌বার জন্যে ছুটে গিয়ে মামাকে ডেকে আনতুম। তিনি তাদের সঙ্গে এমনি ঠাট্টা সুরু ক'রে দিতেন যে, বেচারারা পালাবার পথ পেত

না। আমি হেসে হাততালি দিয়ে গড়িয়ে লুটিয়ে পড়্তুম। এম্নি ক'রেই আমার দিন কাট্ছিল।

শুধু মা এক-একদিন ভারি গোল বাধাতেন। মুখ ভার ক'রে এসে ব'ল্তেন, "দাদা, সদুর ত দিন দিন বয়স হ'চ্চে, এখন থেকে একটু খোঁজা-খুঁজি না কর্লে সময়ে বিয়ে দেবে কি ক'রে ?"

মামা আশ্চর্য্য হয়ে ব'ল্তেন, "বলিস্ কি গিরি, তোর মেয়ে ত এখনো বারো পেরোয়নি—এর মধ্যেই তোর—সাহেবদের মেয়েরা ত এ বয়সে—"

মা কাঁদ কাঁদ গলায় জবাব দিতেন, "সাহেবদের কথা কেন তুল্চ দাদা, আমরা ত সতি[illegible]র সাহেব নই ! ঠাকুর-দেবতা না মানো, তাঁরা কিছু আর ঝগড়া কর্তে আস্চেন না, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের সমাজ ত আছে ? তাকে উড়িয়ে দেবে কি ক'রে ?"

মামা হেসে বল্তেন, "ভাবিস্নে বোন্, সে সব আমি জানি। এই যেমন তোকে হেসে উড়িয়ে দিচ্চি, ঠিক এম্নি ক'রে আমাদের নচ্ছার সমাজটাকেও হেসে উড়িয়ে দেব।"

মা মুখ ভার করে বিড়্ বিড়্ ক'রে বক্তে বক্তে উঠে যেতেন। মামা গ্রাহ্য কর্তেন না বটে, কিন্তু আমার ভারি ভয় হ'ত। কেমন ক'রে যেন বুঝ্তে পার্তুম, মামা যাই বলুন, মার কাছ থেকে আমাকে তিনি রক্ষা ক'র্তে পার্বেন না।

কেন যে বিয়ের কথায় ভয় হ'তে সুরু হয়েছিল, তা বল্চি। আমাদের পশ্চিম পাড়ার বুক চিরে যে নালাটা গ্রামের সমস্ত বর্ষার জল নদীতে ঢেলে দিত, তার দুই পাড়ে যে দু'ঘরের বাস ছিল, তার এক ঘর

আমরা, অন্য ঘর গ্রামের জমিদার বিপিন মজুমদার। এই মজুমদার-বংশ যেমন ধনী, তেমনি দুর্দ্দান্ত। গাঁয়ের ভেতরে বাইরে এদের প্রতাপের সীমা ছিল না। নরেন ছিল এই বংশের একমাত্র বংশধর।

আজ এত বড় মিথ্যেটা মুখে আন্‌তে আমার যে কি হচ্চে, সে আমার অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কে জান্‌বে বল, কিন্তু তখন ভেবেছিলুম, এ বুঝি একটা সত্যি জিনিস,—সত্যিই বুঝি নরেনকে ভালবাসি।

কবে যে এই মোহটা প্রথম জন্মেছিল, সে আমি ব'ল্‌তে পারি না। কল্‌কাতায় সে বি, এ পড়্‌ত; কিন্তু ছুটির সময় বাড়ী এলে মামার সঙ্গে ফিলজফি আলোচনা কর্‌তে প্রায়ই আস্‌ত। তখনকার দিনে 'Agnosticism'ই ছিল বোধ করি লেখাপড়া-জানাদের ফ্যাশান। এই নিয়েই বেশী ভাগ তর্ক হ'ত। কতদিন মামা তাঁর গৌরব দেখাবার জন্যে নরেন বাবুর তর্কের জবাব দিতে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কতদিন সন্ধ্যে ছাড়িয়ে রাত্রি হয়ে যেত, দুজনের তর্কের কোন মীমাংসা হ'ত না। কিন্তু আমিই প্রায় জিত্‌তুম, তার কারণও আজ আর আমার অবিদিত নেই।

মাঝে মাঝে সে হঠাৎ তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়ে মামার মুখপানে চেয়ে গভীর বিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌ত, "আচ্ছা ব্রজবাবু, এই বয়সে এত বড় লজিকের জ্ঞান, তর্ক কর্‌বার এমন একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা কি আপনি একটা ফিনোমিনন ব'লে মনে করেন না?"

আমি গর্ব্বে, সৌভাগ্যে ঘাড় হেঁট কর্‌তুম। ওরে হতভাগী! সে দিন ঘাড়টা তোর চিরকালের মত একেবারে ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়েনি কেন?

মামা উচ্চ অঙ্গের একটু হাস্য করে ব'ল্‌তেন, "কি জান নরেন, এ শুধু শেখাবার ক্যাপাসিটি।"

কিন্তু তর্কাতর্কি আমার তত ভাল লাগ্‌ত না, যত ভাল লাগ্‌ত তার মুখের মণ্টিক্রিষ্টোর গল্প। কিন্তু গল্পও আর শেষ হ'তে চায় না, আমার অধৈর্য্যেরও আর সীমা পাওয়া যায় না। সকালে ঘুম ভেঙে পর্য্যন্ত সারাদিন একশ বার মনে করতুম, কখন্ বেলা পড়্‌বে, কখন্ নরেন বাবু আস্‌বে।

এম্‌নি তর্ক ক'রে আর গল্প শুনে আমার বিয়ের বয়স বারো ছাড়িয়ে তেরোর শেষে গড়িয়ে গেল, কিন্তু বিয়ে আমার হ'ল না।

তখন বর্ষার নবযৌবনের দিনে মজুমদারদের বাগানের একটা মস্ত বকুলগাছের তলা ঝরা ফুলে-ফুলে একেবারে বোঝাই হয়ে যেত। আমাদের বাগানের ধারের সেই নালাটা পার হয়ে আমি রোজ গিয়ে কুড়িয়ে আন্‌তুম। সে দিন বিকালেও মাথার উপর গাঢ় মেঘ উপেক্ষা ক'রেই দ্রুতপদে যাচ্ছি, মা দেখ্‌তে পেয়ে ব'ল্‌লেন, "ওলো, ছুটে ত যাচ্ছিস্, জল যে এল ব'লে।"

আমি বল্‌লুম, "জল এখন আস্‌বে না, মা, ছুটে গিয়ে ছুটো কুড়িয়ে আনি।"

মা বল্‌লেন, "পোনর মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি নাম্‌বে, সদু কথা শোন্— যাস্‌নে। এই অবেলায় ভিজে গেলে ঐ চুলের বোঝা আর শুকোবে না, তা ব'লে দিচ্ছি।"

আমি বল্‌লুম, "তোমার ছুটি পায় পড়ি মা, যাই। বৃষ্টি এসে পড়্‌লে মালীদের ওই চালাটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াব।"—বল্‌তে বল্‌তে ছুটে

পালিয়ে গেলুম। মায়ের আমি একটি মেয়ে—দুঃখ দিতে আমাকে কিছুতে পার্‌তেন না। ছেলেবেলা থেকেই ফুল যে কত ভালবাসি, সে ত তিনি নিজেও জান্‌তেন, তাই চুপ ক'রে রইলেন। কত দিন ভাবি, সে দিন যদি হতভাগীর চুলের মুঠি ধ'রে টেনে আন্‌তে মা, এমন ক'রে হয় ত তোমার মুখ পোড়াতুম না।

বকুল-ফুলে কোঁচড় প্রায় ভর্ত্তি হয়ে এসেছে, এমন সময় মা যা বল্‌লেন, তাই হ'ল। ঝম্‌-ঝম্‌ ক'রে বৃষ্টি এল। ছুটে গিয়ে মালীদের চালার মধ্যে ঢুকে পড়্‌লুম। কেউ নেই, খুঁটি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘের পানে চেয়ে ভাব্‌চি, দুম্‌ দুম্‌ ক'রে ছুটে এসে কে ঢুকে পড়্‌ল। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি—ও মা! এ যে নরেন বাবু! কল্‌কাতা থেকে তিনি যে বাড়ী এসেছেন, কৈ, সে তো আমি শুনিনি!

আমাকে দেখে চম্‌কে উঠে বল্‌লেন, "অ্যাঁ, সদু যে! এখানে?"

অনেক দিন তাঁকে দেখিনি, অনেকদিন তাঁর গলা শুনিনি, আমার বুকের মধ্যে যেন আনন্দের ঢেউ ব'য়ে গেল। কান পর্য্যন্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠ্‌ল;—মুখের পানে চেয়ে ত জবাব দিতে পার্‌লুম না, মাটীর দিকে চেয়ে বল্‌লুম, "আমি ত রোজই ফুল কুড়ুতে আসি। কবে এলেন?"

নরেন মালীদের একটা ভাঙা খাটিয়া টেনে নিয়ে ব'সে বল্‌লে, "আজ সকালে। কিন্তু তুমি কার হুকুমে ফুল চুরি কর শুনি?"

গম্ভীর গলায় আশ্চর্য্য হয়ে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, চোক দুটো তার চাপা হাসিতে নাচ্‌চে।

লজ্জা! লজ্জা! এই পোড়ার মুখেও কোথা থেকে হাসি এসে পড়্‌ল; বল্‌লুম, "তাই বই কি! কষ্ট ক'রে কুড়িয়ে নিলে বুঝি চুরি করা হয়?"

নরেন ফস ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "আর আমি যদি ঐ কুড়োনো ফুলগুলো তোমার কোঁচড়ের ভেতর থেকে আর একবার কুড়িয়ে নিই, তাকে কি বলে ?"

জানিনে, কেন আমার ভয় হ'ল, সত্যিই যেন এইবার সে এসে আমার আঁচল চেপে ধর্‌বে। হাতের মুঠো আমার আল্‌গা হয়ে গিয়ে চোখের পলকে সমস্ত ফুল ঝপ্‌ ক'রে মাটীতে প'ড়ে গেল।

"ও কি কর্‌লে ?"

আমি কোনমতে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লুম, "আপনাদেরই ত ফুল, বেশত, নিন্‌ না কুড়িয়ে।"

"এ্যাঁ! এত অভিমান!" ব'লে সে উঠে এসে আমার আঁচলটা টেনে নিয়ে ফুল কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখ্‌তে লাগ্‌ল। কেন জানিনে, হঠাৎ আমার দুচোক জলে ভ'রে গেল, আমি জোর ক'রে মুখ ফিরিয়ে আর একদিকে চেয়ে রইলুম।

সমস্ত ফুলগুলি কুড়িয়ে আমার আঁচলে একটা গেরো দিয়ে নরেন তার জায়গায় ফিরে গেল। খানিকক্ষণ আমার পানে চুপ ক'রে চেয়ে থেকে বল্‌লে, "যে ঠাট্টা বুঝ্‌তে পারে না, এত অল্পে রাগ করে, তার ফিলজফি পড়া কেন ? আমি কালই গিয়ে ব্রজবাবুকে ব'লে দেব, তিনি আর যেন পণ্ডশ্রম না করেন।"

আমি আগেই চোখ মুছে ফেলেছিলুম, বল্‌লুম, "কে রাগ ক'রেচে ?"

"যে ফুল ফেলে দিলে।"

"ফুল ত আপনি প'ড়ে গেল।"

"মুখখানাও বুঝি আপনি ফিরে আছে!"

"আমি ত মেঘ দেখ্‌চি।"

"মেয় বুঝি এ দিকে ফিরে দেখা যায় না?"

"কৈ যায়?" ব'লে আমি ভুলে হঠাৎ মুখ ফেরাতেই হুজনের চোখোচোখি হয়ে গেল। নরেন ফিক্ ক'রে হেসে বল্‌লে, "একখানা আরসি থাক্‌লে যায় কি না দেখিয়ে দিতুম। নিজের মুখে চোখেই এক-সঙ্গে মেঘ-বিদ্যুৎ দেখ্‌তে পেতে; কষ্ট ক'রে আকাশে খুঁজ্‌তে হ'ত না।"

আমি তখ্‌খুনি চোখ ফিরিয়ে নিলুম। রূপের প্রশংসা আমি ঢের শুনেছি, কিন্তু নরেনের চাপা হাসি, চাপা ইঙ্গিত সে দিন আমার বুকের মধ্যে ঢুকে আমার হৃৎপিণ্ডটাকে যেন সজোরে হুলিয়ে দিলে। এই ত সে পাঁচ বছর আগের কথা, কিন্তু আজ মনে হয়, সে সৌদামিনী বুঝি বা আর কেউ ছিল!

নরেন বল্‌লে, "মেঘ না কাট্‌লে ব্রজ বাবুকে ব'লে দেব, লেখা-পড়া শেখানো মিছে। তিনি আর যেন কষ্ট না করেন।"

আমি বল্‌লুম, "বেশ ত, ভালই ত। আমি ও সব পড়্‌তেও চাইনে, বরং গল্পর বই পড়্‌তেই আমার ঢের ভাল লাগে।"

নরেন হাততালি দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "দাঁড়াও ব'লে দিচ্চি,—আজ-কাল নভেল পড়া হচ্চে বুঝি?"

আমি বল্‌লুম, "গল্পের বই তবে আপনি নিজে পড়েন কেন?"

নরেন বল্‌লে, "সে শুধু তোমাকে গল্প বল্‌বার জন্যে। নইলে পড়্‌তুম না।" বৃষ্টির দিকে চেয়ে বল্‌লে, "আচ্ছা, এ জল যদি আজ না থামে? কি কর্‌বে?"

বল্লুম, "ভিজে-ভিজে চ'লে যাব।"

"আচ্ছা, এ যদি আসামের পাহাড়ী বৃষ্টি হ'ত, তা'হলে ?"

গল্প জিনিসটা চিরদিন কি ভালই বাসি! একটুখানি গন্ধ পাবা-মাত্র আমার চোখের দৃষ্টি একমুহূর্ত্তে আকাশ থেকে নরেনের মুখের উপর নেমে এল। জিজ্ঞেসা ক'রে ফেল্লুম, "সে দেশে বৃষ্টির মধ্যে বুঝি বেরোনো যায় না ?"

নরেন বল্লে, "একেবারে না। গায়ে তীরের মত বেঁধে।"

"আচ্ছা, তুমি সে বৃষ্টি দেখেচ ?" পোড়া মুখ দিয়ে 'তুমি' বার হ'য়ে গেল। ভাবি জিভ্‌টা সঙ্গে সঙ্গে যদি মুখ থেকে খসে পড়ে যেত!

সে বল্লে, "এর পর যদি একজন 'আপনি' ব'লে ডাকে, সে আর একজনের মরা-মুখ দেখ্‌বে।"

"কেন দিব্যি দিলেন ? আমি ত কিছুতে 'তুমি' বল্‌বো না।"

"বেশ তা হ'লে মরা-মুখ দেখো।"

"দিব্যি কিছুই না। ও আমি মানিনে।"

"কেমন মান না, একবার 'আপনি' ব'লে প্রমাণ ক'রে দাও।"

মনে মনে রাগ ক'রে বল্লুম, পোড়ারমুখী! মিছে তেজ তোর রইল কোথায় ? মুখ দিয়ে ত কিছুতে বার করতে পার্‌লিনে! কিন্তু দুর্গতির যদি ঐখানেই সেদিন শেষ হয়ে যেত!

ক্রমে আকাশের জল থাম্‌ল বটে, কিন্তু পৃথিবীর জলে সমস্ত দুনিয়াটা যেন ঘুলিয়ে একাকার ক'রে দিলে। সন্ধ্যা হয়-হয়। ফুল ক'টি আঁচলে বাঁধা, কাদা-ভরা বাগানের পথে বেরিয়ে পড়্‌লুম।

নরেন বল্লে, "চল, তোমাকে পৌছে দি।"

আমি বল্লুম, "না।"

মন যেন ব'লে দিলে, সেটা ভাল না। কিন্তু অদৃষ্টকে ডিঙিয়ে যাবো কি ক'রে? বাগানের ধারে এসে ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। সমস্ত নালাটা জলে পরিপূর্ণ! পার হই কি ক'রে?

নরেন সঙ্গে আসেনি, কিন্তু, সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল। আমাকে চুপ ক'রে দাঁড়াতে দেখে অবস্থাটা বুঝে নিতে তার দেরি হ'ল না। কাছে এসে বল্‌লে, "এখন উপায়?"

আমি কাঁদ-কাঁদ হয়ে বল্লুম, "নালায় ডুবে মরি, সেও আমার ভালো, কিন্তু একলা অত দূর ঘুর রাস্তা ঘুরে আমি কিছুতে যাব না। মা দেখ্‌লে—"

কথাটা আমি শেষ করতেই পারলুম না।

নরেন হেসে বল্‌লে, "তার আর কি, চল, তোমাকে সেই পিটুলি গাছটার উপর দিয়ে পার ক'রে দিই।"

তাই ত বটে! আহ্লাদে মনে-মনে নেচে উঠ্‌লুম। এতক্ষণ আমার মনে পড়েনি যে, খানিকটা দূরে একটা পিটুলি গাছ বহুকাল থেকে ঝড়ে উপ্‌ড়ে নালার ওপর ব্রিজের মত পড়ে আছে। ছেলেবেলায় আমি নিজেই তার উপর দিয়ে এপার-ওপার হয়েচি।

খুসি হয়ে বল্লুম, "তাই চল—"

নরেন তার চেয়েও খুসি হয়ে বল্‌লে, "কেমন মিষ্টি শোনালে বলত!"

বল্লুম, "যাও—"

সে বল্‌লে, "নির্ব্বিঘ্নে পার না ক'রে দিয়ে কি আর যেতে পারি!"

বল্লুম, "তুমি কি আমার পারের কাণ্ডারী না কি?"

আমি আজও ভেবে পাইনি, এ কথা কি ক'রেই বা মনে এল এবং কেমন ক'রেই বা মুখ দিয়ে বার করলুম। কিন্তু, সে যখন আমার মুখপানে চেয়ে একটু হেসে বললে, "দেখি, তাই যদি হ'তে পারি"—আমি ঘেন্নায় যেন ম'রে গেলুম!

সেখানে এসে দেখি, পার হওয়া সোজা নয়। একে ত স্থানটা গাছের ছাওয়ায় অন্ধকার, তাতে, সেই পিটুলি গাছটাই জলে ভিজে ভিজে যেমন পিছল, তেমনি উঁচু-নীচু হয়ে আছে। তলা দিয়ে সমস্ত বৃষ্টির জল হুহু শব্দে বয়ে যাচ্চে—আমি একবার পা বাড়াই, একবার টেনে নিই। নরেন খানিকক্ষণ দেখে বললে, "আমার হাত ধ'রে যেতে পারবে?"

বললুম, "পারব।" কিন্তু তার হাত ধ'রে এমনি কাণ্ড করলুম যে, সে কোন মতে টাল্ সামলে এদিকে লাফিয়ে প'ড়ে আত্মরক্ষা করলে। কয়েক মুহূর্ত্ত সে চুপ ক'রে আমার মুখপানে চেয়ে রইল, তার পরেই তার চোখ দুটো যেন ঝক্ ঝক্ ক'রে উঠল। বললে, "দেখবে, একবার সত্যিকারের কাণ্ডারী হ'তে পারি কি না?"

আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "কি ক'রে?"

"এম্‌নি ক'রে" বলেই সে নত হয়ে আমার দুই হাঁটুর নীচে এক হাত, ঘাড়ের নীচে অন্য হাত দিয়ে চোখের নিমিষে তার বুকের কাছে তুলে নিয়ে সেই গাছটার উপর পা দিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে আমি চোখ বুজে বাঁ হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলুম। নরেন দ্রুতপদে পার হয়ে এপারে চ'লে এল। কিন্তু নামাবার আগে,—আমার ঠোঁট দুটোকে একেবারে যেন পুড়িয়ে দিলে। কিন্তু থাক্ গে। কম ঘেন্নায় কি আর এ দেহের প্রতি অঙ্গ অহর্নিশি গলায় দড়ি দিতে চায়!

শিউরুতে শিউরুতে বাড়ী চলে এলুম, ঠোঁট দুটো তেমনি জ্বল্‌তেই লাগ্‌ল বটে, কিন্তু সে জ্বালা লঙ্কামরিচখোরের জ্বলুনির মত যত জ্বল্‌তে লাগ্‌ল, জ্বালার তৃষ্ণা তত বেড়ে যেতেই লাগ্‌ল।

মা বল্‌লেন, "ভ্যালা মেয়ে তুই সদু,—এলি কি কোরে? নালাটা ত জলে জলময় হয়েচে দেখে এলুম। সেই গাছটার ওপর দিয়ে বুঝি হেঁটে এলি? প'ড়ে মর্‌তে পার্‌লিনে!"

না, মা, সে পুণ্য থাক্‌লে আর এ গল্প লেখ্‌বার দরকার হবে কেন!

তার পর দিন নরেন মামার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এল। আমি সেই খানেই বসেছিলুম,—তার পানে চাইতে পার্‌লুম না, কিন্তু আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। ইচ্ছে হ'ল ছুটে পালাই, কিন্তু ঘরের পাকা মেঝে যেন চোরা বালির মত আমার পা দুটোকে একটু একটু ক'রে গিল্‌তে লাগ্‌ল—আমি নড়্‌তেও পার্‌লুম না, মুখ তুলে দেখ্‌তেও পার্‌লুম না।

নরেনের যে কি অসুখ হ'ল, তা শয়তানই জানে, অনেকদিন পর্য্যন্ত আর সে কল্‌কাতায় গেল না। রোজই দেখা হ'তে লাগ্‌ল। মা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে আমাকে আড়ালে ডেকে পাঠিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "ওদের পুরুষমানুষদের লেখাপড়ার কথাবার্ত্তা হয়, তুই তার মধ্যে হাঁ ক'রে বসে কি শুনিস বল্‌ত? যা বাড়ীর ভেতরে যা। এত বড় মেয়ের যদি লজ্জা সরম এতটুকু আছে!"

একপা একপা ক'রে আমার ঘরে চ'লে যেতুম, কিন্তু কোন কাজে মন দিতে পার্‌তুম না। যতক্ষণ সে থাক্‌তো, তার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর অবিশ্রাম বাইরের পানেই আমাকে টান্‌তে থাক্‌ত।

আমার মামা আর যাই হোন্, তাঁর মনটা প্যাঁচালো ছিল না। তা'ছাড়া, লিখে পড়ে, তর্ক ক'রে ভগবান্‌কে উড়িয়ে দেবার ফন্দিতেই সমস্ত অন্তঃকরণটা তাঁর এম্‌নি অনুক্ষণ ব্যস্ত হ'য়ে থাক্‌ত যে, তাঁর নাকের ডগায় কি যে ঘট্‌চে, তা দেখ্‌তেও পেতেন না। আমি এই বড় একটা মজা দেখেছি, জগতের সব চেয়ে নামজাদা নাস্তিক গুলোই হচ্চে সব চেয়ে নিরেট বোকা। ভগবানের যে লীলার অন্ত নেই, তিনি যে এই 'না' রূপেই তাদের পোনর আনা মন ভরে থাকেন, এ তারা টেরই পায় না। সপ্রমাণ হোক্, অপ্রমাণ হোক্, তাঁর ভাব্‌নাতেই সারাদিন কাটিয়ে দিয়ে বলে, "সংসারে মানুষগুলো কি বোকা! তারা সকাল-সন্ধ্যায় ব'সে মাঝে মাঝে ভগবানের চিন্তা করে!" আমার মামারও ছিল সেই দশা! তিনি কিছুই দেখ্‌তে পেতেন না। কিন্তু, মা ত তা' নয়। তিনি যে আমারই মত মেয়েমানুষ। তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া ত সহজ ছিল না। আমি নিশ্চয় জানি, মা আমাদের সন্দেহ ক'রেছিলেন।

আর সামাজিক বাধা আমাদের দুজনের মধ্যে যে কত বড় ছিল এ শুধু যে তিনিই জান্‌তেন, আমি জান্‌তুম না, তা নয়। ভাবলেই আমার বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠ্‌ত, তাই ভাব্‌নার এই বিশ্রী দিক্‌টাকে আমি দুহাতে ঠেলে রাখ্‌তুম। কিন্তু শত্রুর বদলে যে, বন্ধুকেই ঠেলে ফেল্‌চি, তাও টের পেতুম। কিন্তু হ'লে কি হয়? যে মাতাল একবার কড়া-মদ খেতে শিখেচে, জল-দেওয়া মদে আর তার মন ওঠে না। নির্জ্জলা বিষের আগুনে কল্‌জে পুড়িয়ে তোলাতেই যে তখন তার মস্ত সুখ!

আর একটা জিনিষ আমি কিছুতে ভুলতে পারতুম না। সেটা মজুমদারদের ঐশ্বর্য্যের চেহারা। ছেলেবেলা মায়ের সঙ্গে কতদিনই ত তাদের বাড়ীতে বেড়াতে গেছি। সেই সব ঘর-দোর, ছবি-দেয়ালগিরি-আলমারি, সিন্দুক, আসবাব-পত্রের সঙ্গে কোন্ একটা ভাবী ছোট্ট একতালা শ্বশুরবাড়ীর কদাকার মূর্ত্তি কল্পনা ক'রে মনে মনে আমি যেন শিউরে উঠতুম!

মাসখানেক পরে একদিন সকালবেলা নদী থেকে স্নান ক'রে বাড়ীতে পা দিয়েই দেখি, বারান্দার ওপর একজন প্রৌঢ়া-গোছের বিধবা স্ত্রীলোক মায়ের কাছে ব'সে গল্প করচে। আমাকে দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, "এইটি বুঝি মেয়ে?"

মা ঘাড় নেড়ে বললেন, "হাঁ মা, এই আমার মেয়ে। বাড়ন্ত গড়ন, ন'ইলে—"

স্ত্রীলোকটি হেসে বললে, "তা হোক্। ছেলেটির বয়সও প্রায় ত্রিশ, দুজনের মানাবে ভাল। আর ঐ শুনতেই দোজবরে, নইলে যেন কার্ত্তিক।"

আমি দ্রুতপদে ঘরে চ'লে গেলুম। বুঝলুম ইনি ঘটক ঠাকরুণ, আমার সম্বন্ধ এনেছেন।

মা চেঁচিয়ে বললেন, "কাপড় ছেড়ে একবার এসে বোস্ মা!"

কাপড় ছাড়া চুলোয় গেল, ভিজে কাপড়েই দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগলুম। বুকের কাঁপুনি যেন আর থামতে চায় না। শুনতে পেলুম, চিতোর গ্রামের কে একজন রাধাবিনোদ মুখুয্যের ছেলে ঘনশ্যাম। পোড়াকপালে না কি অনেক দুঃখ ছিল,

তাই আজ যে নাম জপের মন্তর, সে নাম শুনে সে দিন গা জ্বলে যাবে কেন !

শুন্‌লুম, বাপ নেই, কিন্তু মা আছেন। ছোট ছুটি ভাই, এক ভায়ের বিয়ে হয়েচে, একটি এখনও পড়ে। সংসার বড়রই ঘাড়ে, তাই, এন্‌ট্রান্স পাশ করেই রোজগারের ধান্দায় পড়া ছাড়্‌তে হয়েচে। ধান, চাল, তিসি, পাট প্রভৃতির দালালি ক'রে, উপায় মন্দ করেন না। তাঁরই উপর সমস্ত নির্ভর। তা'ছাড়া ঘরে নারায়ণ-শিলা আছেন, ছুটো গরু আছে, বিধবা বোন্‌ আছে—নেই কি ?

নেই শুধু সংসারের বড়-বৌ। সাত বছর আগে বিয়ের একমাসের মধ্যেই তিনি মারা যান, তার পর এতদিন বাদে এই চেষ্টা। সাত বচ্ছর ! ঘটকীকে উদ্দেশ ক'রে মনে মনে বল্‌লুম, 'পোড়ার মুখী, এত দিন কি তুই শুধু আমার মাথা খেতেই চোখ বুজে ঘুমুচ্ছিলি ?'

মায়ের ডাকাডাকিতে কাপড় ছেড়ে কাছে এসে বস্‌লুম। সে আমাকে খুঁটিয়ে দেখে বল্‌লে, "মেয়ে পছন্দ হয়েচে, এখন দিন স্থির কর্‌লেই হ'ল।" মায়ের চোখ ছুটিতে জল টল্‌টল্‌ কর্‌তে লাগল, বল্‌লেন, "তোমার মুখে ফুলচন্নন পড়ুক, মা, আর কি বল্‌ব !"

মামা শুনে বল্‌লেন, "এন্‌ট্রান্স ? তবে বলে পা'ঠা, এখন বছর ছুই সদুর কাছে ইংরিজি প'ড়ে যাক্‌, তার পরে বিয়ের কথা কওয়া যাবে।"

মা বল্‌লেন, "তোমার পায়ে পড়ি দাদা, অমত কোরো না, এমন স্থবিধে আর পাওয়া যাবে না। দিতে থুতে কিছু হবে না —"

মামা বল্‌লেন, "তা'হলে হাত-পা বেঁধে গঙ্গায় দিগে যা, সেও এক পয়সা চাইবে না।"

মা বল্‌লেন, "পোনরয় পা দিলে যে—"

মামা বল্‌লেন, "তা'ত দেবেই ; পোনর বছর বেঁচে রয়েছে যে !"

মা রাগে দুঃখে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বল্‌লেন, "তুমি কি ওর তরে বিয়ে দেবে না দাদা ? এর পরে যে একেবারেই পাত্র জুট্‌বে না ।"

মামা বল্‌লেন, "সেই ভয়ে ত আগে থেকে ওকে জলে ফেলে দিতে পারা যায় না !"

মা বল্‌লেন, "ছেলেটিকে একবার নিজের চোখে দেখে এসো না দাদা, পছন্দ না হয়, না দেবে ।"

মামা বল্‌লেন, "সে ভাল কথা । রবিবারে যাব ব'লে চিঠি লিখে দিচ্ছি ।"

ভাঙ্‌চির ভয়ে কথাটা মা গোপন রেখেছিলেন এবং মামাকেও সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন । তিনি ত জান্‌তেন না, এমন চোখ-কানও ছিল—যাকে কোন সতর্কতা ফাঁকি দিতে পারে না ।

বাগানে একটুকরো শাকের ক্ষেত করেছিলুম । দিন দুই পরে দুপুরবেলা একটা ভাঙা খুন্‌তি নিয়ে তার ঘাস তুল্‌চি, পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি নরেন । তার সে রকম মুখের চেহারা অনেক দিন পরে আর একবার দেখেছিলুম, সত্যি, কিন্তু, আগে কখনো দেখিনি । বুকে এমন একটা ব্যথা বাজল, যা কখনো কোন দিন পাইনি । সে বল্‌লে, "আমাকে ছেড়ে কি সত্যিই চল্‌লে ?"

কথাটা বুঝেও যেন বুঝতে পার্‌লুম না । ব'লে ফেল্‌লুম, "কোথায় ?"

সে বল্‌লে, "চিতোর ।"

স্পষ্ট হ'বামাত্রই লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল—কোন উত্তর মুখে এলো না।

সে পুনরায় বল্লে, "তাই আমিও বিদায় নিতে এসেছি। বোধ হয়, জন্মের মতই। কিন্তু তার আগে দুটো কথা বল্‌তে চাই। শুন্‌বে?"

বল্‌তে বল্‌তেই তার গলাটা যেন ধ'রে গেল। তবুও আমার মুখে কথা যোগাল না—কিন্তু মুখ তুলে চাইলুম। এ কি? দেখি, তার দু'চোখ বয়ে ঝর্-ঝর্ ক'রে জল প'ড়্‌ছে।

ওরে পতিতা! ওরে দুর্ব্বল নারী! মানুষের চোখের জল সহ্য কর্‌বার ক্ষমতা ভগবান্ তোরে যখন একেবারে দেন নি, তখন তোর আর সাধ্য ছিল কি! দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমারও চোখের জলে বুক ভেসে গেল। নরেন কাছে এসে কোঁচার খুঁট দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে হাত ধ'রে বল্লে, "চল, ওই গাছটার তলায় গিয়ে বসি গে—এখানে কেউ দেখ্‌তে পাবে।"

মনে বুঝ্‌লুম, এ অন্যায়—একান্ত অন্যায়! কিন্তু তখনও যে তার চোখের পাতা ভিজে, তখনও যে তার কণ্ঠস্বর কান্নায় ভরা!

বাগানের এক প্রান্তে একটা কাঁঠালি-চাঁপার কুঞ্জ ছিল, তার মধ্যে সে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালে।

একটা ভয়ে আমার বুকের মধ্যে দুর দুর কর্‌ছিল, কিন্তু, সে নিজেই দূরে গিয়ে ব'সে বল্লে, "এই একান্ত নির্জ্জন স্থানে তোমাকে ডেকে এনেছি বটে, কিন্তু তোমাকে ছোঁব না। এখনও তুমি আমার হওনি।"

তার শেষ কথায় আবার পোড়া চোখে জল এসে পড়্ল। আঁচলে মুছে মাটীর দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম।

তার পরে অনেক কথাই হ'ল, কিন্তু থাক্ গে সে সব। আজও ত প্রতিদিনকার অতি তুচ্ছ ঘটনাটি পর্য্যন্ত মনে করতে পারি,—মরণেও যে বিস্মৃতি আস্‌বে, সে আশা করতেও যেন ভরসা হয় না। একটা কারণে আমি আমার এত বড় দুর্গতিতেও কোন দিন বিধাতাকে দোষ দিতে পারিনি। স্পষ্ট মনে পড়ে, আমার চিত্তের মাঝে থেকে নরেনের সংস্রব তিনি কোন দিন প্রসন্ন-চিত্তে গ্রহণ করেন নি। সে যে আমার জীবনে কত বড় মিথ্যে, এ তো তাঁর অগোচর ছিল না। তাই তার প্রণয়-নিবেদনের মুহূর্ত্তের উত্তেজনা পরক্ষণের কত বড় অবসাদে যে ডুবে যেত, সে আমি ভুলিনি। যেন কার কত চুরি-ডাকাতি, সর্ব্বনাশ ক'রে ঘরে ফিরে এলুম, এম্‌নি মনে হ'ত। কিন্তু এমনি পোড়া কপাল যে, অন্তর্য্যামীর এত বড় ইঙ্গিতেও আমার হুঁস হয় নি। হবেই বা কি ক'রে? কোন দিন ত শিখিনি যে, ভগবান্ মানুষের বুকের মধ্যেও বাস করেন। এ সব তাঁরই নিষেধ।

মামা পাত্র দেখ্‌তে যাত্রা করলেন। যাবার সময় কতই না ঠাট্টা-তামাসা ক'রে গেলেন। মা মুখ চূণ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে মনে বেশ বুঝ্‌লেন, এ যাওয়া পণ্ডশ্রম। পাত্র তাঁর কিছুতে পছন্দ হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, ফিরে এসে আর বড় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলেন না। বল্‌লেন, "হাঁ, ছেলেটি পাশ-টাশ তেমন কিছু করতে পায়নি বটে, কিন্তু মুখ্যু ব'লেও মনে হ'ল না। তা ছাড়া বড় নম্র, বড় বিনয়ী। আর

একটা কি জানিস্ গিরি, ছেলেটির মুখের ভাবে কি একটু আছে, ইচ্ছে হয়, ব'সে ব'সে আরও দুদণ্ড আলাপ করি।"

মা আহ্লাদে মুখখানি উজ্জ্বল ক'রে বল্‌লেন, "তবে আর আপত্তি কোরো না দাদা, মত দাও—সত্বর একটা কিনারা হয়ে যাক্।"

মামা বল্‌লেন, "আচ্ছা, ভেবে দেখি।"

আমি আড়ালে দাঁড়ায়ে নিরাশার আশাটুকু বুকে চেপে ধ'রে মনে মনে বল্‌লুম, "যাক্, মামা এখনো মনস্থির কর্‌তে পারেন নি। এখনো বলা যায় না। কিন্তু কে জান্‌ত, তাঁর ভাগ্নীর বিয়ের সম্বন্ধে মতিস্থির কর্‌বার পূর্ব্বেই তাঁর নিজের সম্বন্ধে মতিস্থির কর্‌বার ডাক এসে পড়্‌বে। যাঁকে সারাজীবন সন্দেহ ক'রে এসেছেন, সে দিন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাঁর দূত এসে যখন একেবারে মামার শিয়রে দাঁড়াল, তখন তিনি চম্‌কে গেলেন। তাঁর কথা শুনে আমাদেরও বড় কম চমক্ লাগ্‌ল না। মাকে কাছে ডেকে বল্‌লেন, "আমি মত দিয়ে যাচ্ছি বোন্, সত্বর সেইখানেই বিয়ে দিস্। ছেলেটির যথার্থ ভগবানে বিশ্বাস আছে। মেয়েটা সুখে থাক্‌বে।"—অবাক্ কাণ্ড! কিন্তু অবাক্ হ'লেন না শুধু মা। নাস্তিকতা তিনি দুচক্ষে দেখ্‌তে পার্‌তেন না। তাঁর ধারণা ছিল, মরণকালে সবাই ঘুরে ফিরে হরি বলে। তাই তিনি বল্‌তেন, 'মাতাল তার মাতাল বন্ধুকে যত ভালই বাসুক না কেন, নির্ভর কর্‌বার বেলায় করে শুধু তাকে—যে মদ খায় না।' জানি না, কথাটা কতখানি সত্যি।

হৃদ্‌রোগে মামা মারা গেলেন, আমরা পড়্‌লুম অকূল পাথারে। দুঃখে দুঃখে কিছু দিন গেল বটে, কিন্তু যে বাড়ীতে অবিবাহিতা মেয়ের বয়স পোনর পার হয়ে যায়, সেখানে আলস্যভরে শোক কর্‌বার সুবিধা

Imp 4184 dt-16.7.07

RARE BOOK
IMPERIAL

থাকে না। মা চোখ মুছে উঠে ব'সে আবার কোমর বেঁধে লাগ্‌লেন।

অবশেষে অনেক দিন অনেক কথা কাটাকাটির পর, বিবাহের লগ্ন যখন সত্যিই আমার বুকে এসে বিঁধ্‌ল, তখন বয়সও ষোল পার হয়ে গেল। তখনও আমি প্রায় এম্‌নিই লম্বা। আমার এই দীর্ঘ দেহটার জন্য জননীর লজ্জা ও কুণ্ঠার অবধি ছিল না। রাগ ক'রে প্রায়ই ভর্ৎসনা কর্‌তেন, 'হতভাগা মেয়েটার সবই সৃষ্টিছাড়া!' একে ত বিয়ের কনের পক্ষে সতেরো বছর একটা মারাত্মক অপরাধ, তার উপর এই দীর্ঘ গড়নটা যেন তাকেও ডিঙিয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ সে রাতটার জন্যও যদি আমাকে কোন রকমে মুচড়ে-মাচড়ে একটু খাটো ক'রে তুল্‌তে পার্‌তেন, মা বোধ করি, তাতেও পেছুতেন না। কিন্তু সে তো হবার নয়। আমি আমার স্বামীর বুক ছাড়িয়ে একেবারে দাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছুলুম।

কিন্তু শুভদৃষ্টি হ'ল না, আমি ঠিক রাগে নয়, কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণায় চোখ বুজে রইলুম। কিন্তু তাও বলি, এমন কোন অসহ্য মর্ম্মান্তিক দুঃখও তখন আমি মনের মধ্যে পাইনি।

ইতিপূর্ব্বে কত দিন সারা রাত্রি জেগে জেগে ভেবেছি, এমন দুর্ঘটনা যদি সত্যিই কপালে ঘটে, নরেন এসে আমাকে না নিয়ে যায়, তবু আর কারও সঙ্গে আমার বিয়ে কোনমতেই হ'তে পার্‌বে না। সে রাত্রে নিশ্চয় আমার বুক চিরে ভলকে ভলকে রক্ত মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়্‌বে, ধরাধরি ক'রে আমাকে বিবাহ-সভা থেকে বিছানায় তুলে নিয়ে যেতে হবে, এ বিশ্বাস আমার মনে একেবারে বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু কৈ

কিছুই ত হ'ল না। আরও পাঁচজন বাঙ্গালীর মেয়ের যেমন হয়, শুভ-কর্ম্ম তেম্‌নি ক'রে আমারও সমাধা হয়ে গেল, এবং তেম্‌নি ক'রেই একদিন শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করলুম।

শুধু যাবার সময়টিতে পাল্কীর ফাঁক দিয়ে সেই কাঁটালি-চাঁপার কুঞ্জটায় চোখ পড়ায় হঠাৎ চোখে জল এল। সে যে আমাদের কত দিনের কত চোখের জল, কত দিব্বি-দিলাশার নীরব সাক্ষী।

আমার চিতোর গ্রামের সম্বন্ধটা যে দিন পাকা হয়ে গেল, ওই গাছ-টার আড়ালে ব'সেই অনেক অশ্রু-বিনিময়ের পর স্থির হয়েছিল, সে এসে একদিন আমাকে নিয়ে চ'লে যাবে। কেন, কোথায় প্রভৃতি বাহুল্য প্রশ্নের তখন আবশ্যকও হয় নি।

আর কিছু না, শুধু যাবার সময় একবার যদি দেখা হ'ত!—কেন সে আমাকে আর চাইলে না, কেন আর একটা দিনও দেখা দিলে না—শুধু যদি খবরটা পেতুম।

শ্বশুরবাড়ী গেলুম, বিয়ের বাকি অনুষ্ঠানও শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ আমি আমার স্বামীর ধর্ম্মপত্নীর পদে এইবার পাকা হয়ে বোস্‌লুম।

দেখ্‌লুম, স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা শুধু একা আমার নয়। বাড়ীশুদ্ধই আমার দলে। শ্বশুর নেই, সৎ-শাশুড়ী তাঁর নিজের ছেলে দুটি, একটি বউ এবং বিধবা মেয়েটি নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। এতদিন নিরাপদে সংসার কর্‌ছিলেন, হঠাৎ একটা সতেরো আঠারো বৎসরের মস্ত বৌ দেখে তাঁর সমস্তমন সশস্ত্র জেগে উঠ্‌ল। কিন্তু মুখে বল্‌লেন, "বাঁচ্‌লুম বৌমা, তোমার হাতে সংসার ফেলে দিয়ে এখন দুদণ্ড ঠাকুরদের নাম কর্‌তে পাবো। ঘনশ্যাম আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশী; সে বেঁচে থাক্‌লেই

তবে সব বজায় থাক্‌বে, এইটি বুঝে শুধু কাজ ক'রো মা, আর কিছু আমি চাইনে।" তাঁর কাজ তিনি করলেন, আমার কাজ আমি কর্‌লুম। বল্‌লুম, "আচ্ছা।" কিন্তু সে ওই কুস্তিগীরের তাল ঠোকার মত। প্যাঁচ মারতে যে দুজনেই জানি, তা ইসারায় জানিয়ে দেওয়া।

কিন্তু কত শীঘ্র মেয়েমানুষ যে মেয়েমানুষকে চিন্‌তে পারে, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাঁকে জান্‌তে আমারও যেমন দেরি হোল না, আমাকেও দুদিনের মধ্যে চিনে নিয়ে তিনিও তেমনি আরামের নিশ্বাস ফেল্‌লেন। বেশ বুঝ্‌লেন, স্বামীর খাওয়া পরা, ওঠা বসা, খরচপত্র নিয়ে দিবারাত্র চক্র ধ'রে ফোঁস ফোঁস ক'রে বেড়াবার মত আমার উৎসাহও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

মেয়েমানুষের তূণে যত প্রকার দিব্যাস্ত্র আছে, "আড়ি পাতাটা" ব্রহ্মাস্ত্র। সুবিধে পেলে এতে মা-মেয়ে, শাশুড়ী-বৌ, জা-ননদ, কেউ কাকে খাতির করে না। আমি ঠিক জানি, আমি যে পালঙ্কে না শুয়ে ঘরের মেঝেতে একটা মাদুর টেনে নিয়ে সারা রাত্রি প'ড়ে থাক্‌তুম, এ সুসংবাদ তাঁর অগোচর ছিল না। আগে যে ভেবেছিলুম, নরেনের বদলে আর কারো ঘর করতে হ'লে সেই দিনই আমার বুক ফেটে যাবে, দেখ্‌লুম, সেটা ভুল। ফাট্‌বার চের্‌বার কোন লক্ষণই টের পেলুম না। কিন্তু তাই ব'লে এক শয্যায় শুতেও আমার কিছুতে প্রবৃত্তি হলো না।

দেখ্‌লুম, আমার স্বামীটি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। আমার আচরণ নিয়ে তিনি কিছু দিন পর্য্যন্ত কোন কথাই কইলেন না। অথচ, মনে মনে রাগ কিংবা অভিমান ক'রে আছেন, তাও না। শুধু একদিন একটু

হেসে বল্‌লেন, "ঘরে আর একটা খাট এনে বিছানাটা বড় ক'রে নিলে কি শুতে পার না?"

আমি বল্‌লুম, "দরকার কি, আমার তো এতে কষ্ট হয় না।"

তিনি বল্‌লেন, "না হ'লেও একদিন অসুখ ক'র্‌তে পারে যে।"

আমি বল্‌লুম, "তোমার এতই যদি ভয়, আমার আর কোন ঘরে শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পার না?"

তিনি বল্‌লেন, "ছিঃ, তা কি হয়? তাতে কত রকমের অপ্রিয় আলোচনা উঠ্‌বে।"

বল্‌লুম, "ওঠে উঠুক আমি গ্রাহ্য করি নে।"

তিনি একমুহূর্ত্ত চুপ ক'রে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বল্‌লেন, "এত বড় বুকের পাটা যে তোমার চিরকাল থাক্‌বে, এমন কি কথা আছে?" বোলে একটুখানি হেসে কাজে চ'লে গেলেন।

আমার মেজ দেওর টাকা চল্লিশের মত কোথায় চাক্‌রি কর্‌তেন; কিন্তু একটা পয়সা কখনো সংসারে দিতেন না। অথচ, তাঁর আফিসের সময়ের ভাত, আফিস থেকে এলে পা ধোবার গাড়ু-গামছা, জলখাবার, পান-তামাক ইত্যাদি যোগাবার জন্যে বাড়ী শুদ্ধ সবাই যেন ত্রস্ত হয়ে থাকৃত। দেখ্‌তুম, আমার স্বামী আর আমার মেজ দেওর হয় ত কোন দিন এক সঙ্গেই বিকেলবেলায় বাড়ী ফিরে এলেন, সবাই তাঁর জন্যেই ব্যতিব্যস্ত; এমন কি, চাকরটা পর্য্যন্ত তাঁকে প্রসন্ন কর্‌বার জন্যে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্চে। তাঁর একতিল দেরী কিংবা অসুবিধা হ'লে যেন পৃথিবী রসাতলে যাবে। অথচ আমার স্বামীর দিকে কেউ চেয়েও

দেখ্‌ত না। তিনি আধঘণ্টা ধ'রে হয় ত এক ঘটি জলের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন—কারও সে দিকে গ্রাহ্যই নেই। অথচ এদের খাওয়া-পরা সুখ-সুবিধের জন্যেই তিনি দিবা-রাত্রি খেটে মর্‌চেন। ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়াও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে, কিন্তু, তাঁর যেন কিছুতেই শ্রান্তি নেই, কোন দুঃখই যেন তাঁকে পীড়া দিতে পারে না। এমন শান্ত, এত ধীর, এত বড় পরিশ্রমী, এর আগে কখনও আমি চোখে দেখিনি। আর চোখে দেখেচি ব'লেই লিখ্‌তে পার্‌চি, নইলে শোনা কথা হ'লে বিশ্বাস কর্‌তেই পার্‌তুম না, সংসারে এমন ভাল মানুষও থাক্‌তে পারে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। সবতাতেই বল্‌তেন, "থাক্ থাক্, আমার এতেই হবে।"

স্বামীর প্রতি আমার মায়াই ত ছিল না, বরঞ্চ বিতৃষ্ণার ভাবই ছিল। তবু এমন একটা নিরীহ লোকের উপর বাড়ীশুদ্ধ সকলের এত বড় অন্যায় অবহেলায় আমার গা যেন জ্বলে যেতে লাগ্‌লো।

বাড়ীতে গরুর দুধ বড় কম হ'ত না। কিন্তু তাঁর পাতে কোন দিন বা একটু পড়্‌ত, কোন দিন পড়্‌ত না। হঠাৎ এক দিন সইতে না পেরে ব'লে ফেলেছিলুম আর কি! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, ছি, ছি, কি নির্লজ্জাই আমাকে তা হ'লে এরা মনে কর্‌ত! তা ছাড়া এরা সব আপনার লোক হয়েও যদি দয়া-মায়া না করে, আমারই বা এত মাথা-ব্যথা কেন? আমি কোথাকার কে? পর বই ত না!

দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন সকালবেলা রান্নাঘরে ব'সে মেজ ঠাকুর-পোর জন্যে চা তৈরী কর্‌চি, স্বামীর কণ্ঠস্বর আমার কানে গেল। তাঁর সকালেই কোথায় বা'র হবার দরকার ছিল, ফির্‌তে দেরি হবে, মাকে

ডেকে বল্‌লেন, "কিছু খেয়ে গেলে বড় ভাল হ'ত, মা, খাবার-টাবার কিছু আছে ?"

মা বল্‌লেন, "অবাক্ করলে ঘনশ্যাম ! এত সকালে খাবার পাব কোথায় ?"

স্বামী বল্‌লেন, "তবে থাক্, ফিরে এসেই খাবো।" ব'লে চ'লে গেলেন।

সে দিন আমি কিছুতে আপনাকে আর সামলাতে পার্‌লুম না। আমি জান্‌তুম, ওপাড়ার বোসেরা তাদের বেয়াই-বাড়ীর পাওয়া সন্দেশ-রসগোল্লা পাড়ায় বিলিয়েছিল। কা'ল রাত্রে আমাদেরও কিছু দিয়েছিল।

শাশুড়ী ঘরে ঢুক্‌তেই ব'লে ফেল্‌লুম, "কা'লকের খাবার কি কিছুই ছিল না মা ?"

তিনি একেবারে আকাশ থেকে প'ড়ে বল্‌লেন, "খাবার আবার কে কিনে আন্‌লে বউ মা ?"

বল্‌লুম, "সেই যে বোসেরা দিয়ে গিয়েছিল ?"

তিনি বল্‌লেন, "ও মা, সে আবার কটা যে, আজ সকাল পর্য্যন্ত থাক্‌বে ? সে ত কালই শেষ হয়ে গেছে।"

বল্‌লুম, "তা ঘরেই কি কিছু খাবার তৈরি ক'রে দেওয়া যেত না মা ?"

শাশুড়ী বল্‌লেন, "বেশ ত বৌমা, তাই কেন দিলে না ? তুমিও ত ব'সে ব'সে সমস্ত শুন্‌ছিলে বাছা ?"

চুপ ক'রে রইলুম। আমার কিই বা বল্‌বার ছিল। স্বামীর প্রতি আমার ভালবাসার টান ত আর বাড়ীতে কারো অবিদিত ছিল না।

চুপ ক'রে রইলুম সত্যি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে মনটা আমার জ্বলতেই লাগ্‌ল। দুপুরবেলা শাশুড়ী ডেকে বল্‌লেন, "খাবে এস বউ মা, ভাত বাড়া হয়েছে।"

বল্‌লুম, "আমি এখন খাব না মা, তোমরা খাও গে।"

আমার আজকের মনের ভাব শাশুড়ী লক্ষ্য কর্‌ছিলেন, বল্‌লেন, "খাবে না, কেন শুনি ?"

বল্‌লুম, "এখন ক্ষিদে নেই।"

আমার মেজ-জা আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিলেন। রান্না-ঘরের ভেতর থেকে ঠোকর দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "বট্‌ঠাকুরের খাওয়া না হ'লে বোধ হয় দিদির ক্ষিদে হবে না মা।"

শাশুড়ী বল্‌লেন, "তাই না কি বউ মা ? বলি, এ নূতন ঢঙ্‌ শিখ্‌লে কোথায় ?"

তিনি কিছু মিথ্যে বলেন নি, আমার পক্ষে এ ঢঙই বটে, তবু খোঁটা সইতে পার্‌লুম না, জবাব দিয়ে বস্‌লুম, "নূতন হবে কেন মা, তোমাদের সময়ে কি এ রীতির চলন ছিল না ? ঠাকুরদের খাবার আগেই কি খেতে ?"

"তবু ভালো, ঘনশ্যামের এতদিনে কপাল ফির্‌ল" ব'লে শাশুড়ী মুখখানা বিকৃত ক'রে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুক্‌লেন।

মেজ-জায়ের গলা কানে গেল। তিনি আমাকে শুনিয়েই বল্‌লেন, "তখনি ত বলেছিলুম মা, বুড়ো শালিক পোষ মান্‌বে না।"

রাগ ক'রে ঘরে এসে শুয়ে পড়্‌লুম বটে, কিন্তু এইবার সমস্ত জিনিসটা মনে মনে আলোচনা ক'রে লজ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগ্‌ল।

কেবলই মনে হ'তে লাগ্ল, তাঁর খাওয়া হয় নি ব'লে খাইনি, তাঁর কথা নিয়ে ঝগ্ড়া করেচি, ফিরে এসে, এ সব যদি তাঁর কানে যায়? ছি ছি! কি ভাব্বেন তিনি! আমার এতদিনের আচরণের সঙ্গে এ ব্যবহার এমনি বিসদৃশ, খাপছাড়া যে, নিজের লজ্জাতেই নিজে ম'রে যেতে লাগ্লুম।

কিন্তু বাঁচ্লুম, ফিরে এলে এ কথা কেউ তাঁকে শোনালে না।

সত্যিই বাঁচ্লুম, এর এক বিন্দু মিছে নয়। কিন্তু আচ্ছা—একটা কথা যদি বলি, তোমরা বিশ্বাস করতে পার্বে কি? যদি বলি, সে রাত্রে পরিশ্রান্ত স্বামী শয্যার উপর ঘুমিয়ে রইলেন, আর নীচে যতক্ষণ না আমার ঘুম এল, ততক্ষণ ফিরে ফিরে কেবলই সাধ হ'তে লাগ্ল, কেউ যদি কথাটা ওঁর কানে তুলে দিত, অভুক্ত স্বামীকে ফেলে আজ আমি কিছুতে খাই নি, এই নিয়ে ঝগ্ড়া করেচি, তবু মুখ বুজে এ অন্যায় সহ্য করিনি—কথাটা তোমাদের বিশ্বাস হবে কি? না হ'লে তোমাদের দোষ দেব না, হ'লে বহু ভাগ্য ব'লে মান্‌ব। আজ আমার স্বামীর বড় ত ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই, তাঁর নাম নিয়ে বল্‌চি, মানুষের মন পদার্থ-টার যে অন্ত নেই, সেই দিন তার আভাস পেয়েছিলুম। এত বড় পাপিষ্ঠার মনের মধ্যেও এমন দুটো উল্‌টো স্রোত এক সঙ্গে ব'য়ে যাবার স্থান হ'তে পারে দেখে তখন অবাক্ হয়ে গিয়েছিলুম।

মনে মনে বল্‌তে লাগ্লুম, এ যে বড় লজ্জার কথা! নইলে এখুনি ঘুম থেকে জাগিয়ে ব'লে দিতুম, শুধু সৃষ্টিছাড়া ভালোমানুষ হ'লেই হয় না, কর্ত্তব্য কর্‌তে শেখাও দরকার। যে স্ত্রীর তুমি একবিন্দু খবর নাও না, সে তোমার জন্য কি করেচে, একবার চোখ মেলে দেখ। হা রে

পোড়া কপাল! খদ্যোৎ চায় সূর্য্যদেবকে আলো ধ'রে পথ দেখাতে! তাই বলি, হতভাগীর স্পর্দ্ধার কি আর আদি অন্ত দাওনি ভগবান্!

গরমের জন্য কি না বল্‌তে পারিনে, কদিন ধ'রে প্রায়ই মাথা ধর্‌ছিল। দিন পাঁচেক পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ছটফট্ ক'রে কখন্ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমের মধ্যেই যেন মনে হচ্ছিল, কে পাশে ব'সে ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করচে। একবার ঠক্ ক'রে গায়ে পাখাটা ঠেকে যেতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে আলো জল্‌ছিল, চেয়ে দেখ্‌লুম স্বামী!

রাত জেগে ব'সে পাখার বাতাস ক'রে আমাকে ঘুম পাড়াচ্চেন!

হাত দিয়ে পাখাটা ধ'রে ফেলে বল্‌লুম, "এ তুমি কি করচ?"

তিনি বল্‌লেন, "কথা কইতে হবে না, ঘুমোও; জেগে থাক্‌লে মাথাধরা ছাড়্‌বে না।"

আমি বল্‌লুম, "আমার মাথা ধরেছে, কে তোমাকে বল্‌লে?"

তিনি একটু হেসে জবাব দিলেন, "কেউ বলেনি, আমি হাত গুণ্‌তে জানি। কারো মাথা ধর্‌লেই টের পাই।"

বল্‌লুম, "তা হ'লে ত অন্য দিনও পেয়েছ বল? মাথা ত শুধু আমার আজই ধরেনি।"

তিনি আবার একটু হেসে বল্‌লেন, "রোজই পেয়েছি। কিন্তু এখন একটু ঘুমোবে, না, কথা কবে?"

বল্‌লুম, "মাথাধরা আমার ছেড়ে গেছে, আর ঘুমোবো না।"

তিনি বল্লেন, "তবে সবুর কর, তোমার ওষুধটা কপালে লাগিয়ে দিই, ব'লে উঠে গিয়ে কি একটা নিয়ে এসে ধীরে ধীরে আমার কপালে ঘ'ষে দিতে লাগ্লেন। আমি ঠিক ইচ্ছে ক'রেই যে কর্লুম, তা নয়, কিন্তু আমার ডান হাতটা কেমন ক'রে তাঁর কোলের ওপর গিয়ে পড়্তেই তিনি একটা হাত দিয়ে সেটা চেপে ধ'রে রাখ্লেন। হয় ত একবার একটু জোর ক'রেও ছিলুম। কিন্তু সে জোর আপনিই কোথায় মিলিয়ে গেল। দুরন্ত ছেলেকে মা যখন কোলে টেনে নিয়ে জোর ক'রে ধ'রে রাখেন, তখন, বাইরে থেকে হয় ত সেটাকে একটুখানি অত্যাচারের মতও দেখায়, কিন্তু সে অত্যাচারের মধ্যে শিশুর ঘুমিয়ে পড়্তে বাধে না।

বাইরের লোক যাই বলুক, শিশু বোঝে, ওইটেই তার সব চেয়ে নিরাপদ্ স্থান। আমার এই জড়পিণ্ড হাতটারও বোধ করি সেই জ্ঞানই ছিল, নইলে কি কোরে সে টের পেলে, নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে প'ড়ে থাক্‌বার এমন আশ্রয় তার আর নেই।

তার পরে তিনি আস্তে আস্তে আমার কপালে হাত বুলোতে লাগ্লেন, আমি চুপ ক'রে প'ড়ে রইলুম। আমি এর বেশী আর বোল্‌ব না। আমার সেই প্রথম রাত্রির আনন্দস্মৃতি—সে আমার, একেবারে আমারই থাক্।

কিন্তু আমি ত জান্তুম, ভালবাসার যা কিছু, সে আমি শিখে এবং শেষ ক'রে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী এসেছি। কিন্তু সে শেখা যে ডাঙায় হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার শেখার মত ভুল শেখা, এই সোজা কথাটা সে দিন যদি টের পেতুম! স্বামীর কোলের ওপর থেকে আমার হাতখানা যে

তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে শোষণ ক'রে, এই কথাটাই আমার বুকের ভেতর পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছিল, এই খবরটা যদি সে দিন আমার কাছে ধরা পড়ত!

সকালে ঘুম ভেঙে দেখলুম, স্বামী ঘরে নেই, কখন্ উঠে গেছেন। হঠাৎ মনে হ'ল, স্বপন দেখিনি ত? কিন্তু চেয়ে দেখি, সেই ওষুধের শিশিটা তখনও শিয়রের কাছে রয়েছে। কি যে মনে হ'ল, সেটা বার বার মাথায় ঠেকিয়ে তবে কুলুঙ্গিতে তুলে রেখে বাইরে এলুম।

শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ সেই দিন থেকে আমার ওপর যে কড়া নজর রাখ্ছিলেন, সে আমি টের পেতুম। আমিও ভেবেছিলুম, মরুক্ গে, আমি কোন কথায় আর থাক্‌ব না। তা'ছাড়া দুদিন আস্‌তে-না-আস্‌তে স্বামীর খাওয়া-পরা নিয়ে ঝগড়া,—ছি ছি, লোকে শুন্‌লেই বা বল্‌বে কি?

কিন্তু কবে যে এর মধ্যেই আমার মনের ওপর দাগ প'ড়ে গিয়েছিল, কবে যে তাঁর খাওয়া-পরা নিয়ে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম, সে আমি নিজেই জান্‌তুম না। তাই, দুটো দিন যেতে-না-যেতেই আবার একদিন ঝগড়া ক'রে ফেল্‌লুম।

আমার স্বামীর কে একজন আড়ৎদার বন্ধু সে দিন সকালে মস্ত একটা রুইমাছ পাঠিয়েছিলেন। স্নান করতে পুকুরে যাচ্ছি, দেখি, বারান্দার ওপর সবাই জড় হয়ে কথাবার্ত্তা হচ্চে। কাছে এসে দাঁড়ালুম। মাছ কোটা হয়ে গেছে। মেজ-জা তরকারি কুট্‌চেন, শ্বাশুড়ী ব'লে ব'লে দিচ্চেন;—এটা মাছের ঝোলের কুট্‌নো,—ওটা মাছের ডালনার কুট্‌নো, এটা মাছের অম্বলের কুট্‌নো, এম্‌নি সমস্তই প্রায়

আঁশরান্না। আজ একাদশী—তাঁর এবং বিধবা মেয়ের খাবার হাঙ্গামা নেই ; কিন্তু আমার স্বামীর জন্যে কোন ব্যবস্থাই দেখ্‌লুম না। তিনি বৈষ্ণব মানুষ, মাছ-মাংস ছুঁতেন না। একটু ডা'ল, দুটো ভাজাভুজি, একটুখানি অম্বল হ'লেই তাঁর খাওয়া হ'ত। অথচ, ভাল খেতেও তিনি ভালবাস্‌তেন। এক আধদিন একটু ভাল তরকারি হ'লে তাঁর আহ্লাদের সীমা থাকৃত না, তাও দেখেচি।

বল্‌লুম, "ওঁর জন্যে কি হ'চ্চে মা ?"

শাশুড়ী বল্‌লেন, "আজ আর সময় কৈ বউমা ? তার জন্যে দুটো আলু উচ্ছে ভাতে দিতে ব'লে দিয়েচি,—তার পরে একটু দুধ দেব'খন।"

বলুল্‌ম, "সময় নেই কেন মা ?"

শাশুড়ী বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন, "দেখ্‌তেই ত পাচ্চ বউমা। এতগুলো আঁশ রান্না হ'তেই ত দশটা—এগারোটা বেজে যাবে। আজ আমার অখিলের (মেজ দেবর) দু'চার জন বন্ধুবান্ধব খাবে, তারা হ'ল সব অপিসার মানুষ, দশটার মধ্যে খাওয়া না হ'লে পিত্তি প'ড়ে সারাদিন আর খাওয়াই হবে না। এর ওপর আবার নিরিমিষ রান্না কর্‌তে গেলে ত রাঁধুনী বাঁচে না। তার প্রাণটাও ত দেখ্‌তে হবে বাছা !"

রাগে সর্ব্বাঙ্গ রি-রি ক'রে জল্‌তে লাগ্‌ল। তবু কোনমতে আত্ম-সংবরণ ক'রে বল্‌লুম, শুধু আলু-উচ্ছে-ভাতে দিয়ে কি কেউ খেতে পারে মা ? একটুখানি ডাল রাঁধ্‌বারও কি সময় হ'ত না ?"

তিনি আমার মুখপানে কট্‌মট্‌ ক'রে চেয়ে বল্‌লেন, "তোমার সঙ্গে তর্ক কর্‌তে পারিনে বাছা, আমার কাজ আছে।"

এতক্ষণ রাগ সাম্‌লেছিলুম, আর পার্‌লুম না। ব'লে ফেল্‌লুম,

"কাজ সকলেরি আছে মা! তিনি তিরিশ টাকার কেরাণী-গিরী করেন না ব'লে কুলি-মজুর ব'লে তোমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর্‌তে পারো। কিন্তু আমি ত পারিনে! আমি ওই দিয়ে তাঁকে খেতে দেব না। রাঁধুনী রাঁধ্‌তে না পারে, আমি যাচ্ছি।"

শাশুড়ী খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে আমার পানে চেয়ে থেকে বল্‌লেন, "তুমি ত কাল এলে বউমা, এতদিন তার কি ক'রে খাওয়া হ'ত শুনি?"

বল্‌লুম, "সে খোঁজে আমার দরকার নেই। কিন্তু কাল এলেও আমি কচি খুকী নই মা। এখন থেকে সে সব হ'তে দিতে পার্‌বে না।" রান্না-ঘরে ঢুকে রাঁধুনীকে বল্‌লুম, "বড়বাবুর জন্যে নিরামিষ ডাল-ডালনা, অম্বল হবে। তুমি না পারো, একটা উনুন ছেড়ে দাও, আমি এসে রাঁধচি," ব'লে আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না ক'রে স্নানকত্তে চ'লে গেলুম।

স্বামীর বিছানা আমি রোজ নিজের হাতেই কর্‌তুম। এই ধপ্‌ধপে শাদা বিছানাটির উপর ভেতরে ভেতরে আমার যে একটা লোভ জন্মাচ্ছিল, হঠাৎ, এত দিনের পর আজ বিছানা কর্‌বার সময় সে কথা জান্‌তে পেরে নিজের কাছেই যেন লজ্জায় ম'রে গেলুম।

ঘড়ীতে বারোটা বাজ্‌তে তিনি শুতে এলেন। কেন যে এত রাত পর্য্যন্ত জেগে ব'সে বই পড়্‌ছিলুম, তাঁর পায়ের শব্দ সে খবর আজ এমনি স্পষ্ট ক'রে আমার কানে কানে ব'লে দিলে যে, লজ্জায় মুখ তুলে চাইতেও পার্‌লুম না।

স্বামী বল্‌লেন, "এখনো শোওনি যে?"

আমি বই থেকে মুখ তুলে ঘড়ীর পানে তাকিয়ে যেন চম্‌কে উঠ্‌লুম—তাই ত, বারোটা বেজে গেছে!

কিন্তু, যিনি সব দেখ্‌তে পান, তিনি দেখ্‌ছিলেন, আমি পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়ী দেখেচি।

স্বামী শয্যায় ব'সে একটু হেসে বল্‌লেন, "আজ আবার কি হাঙ্গামা বাধিয়েছিলে?"

বল্‌লুম, "কে বল্‌লে?"

তিনি বল্‌লেন, "সে দিন তোমাকে ত বলেছি, আমি হাত গুণ্‌তে জানি।"

বল্‌লুম, "জান্‌লে ভালই। কিন্তু, তোমার গোয়েন্দার নাম না বল, তিনি কি কি দোষ আমার দিলেন শুনি?"

তিনি বল্‌লেন, "গোয়েন্দা দোষ দেয়নি, কিন্তু আমি দিচ্চি। আচ্ছা, জিজ্ঞেসা করি, এত অল্পে তোমার এত রাগ হয় কেন?"

বল্‌লুম, "অল্প? তুমি কি ভাবো, তোমাদের ন্যায়-অন্যায়ের বাট-খারা দিয়েই সকলের ওজন চল্‌বে? কিন্তু তা'ও বল্‌চি, তুমি যে এত বল্‌চ, এ অত্যাচার চোখে দেখ্‌লে তোমারও রাগ হ'ত।"

তিনি আবার একটু হাস্‌লেন; বল্‌লেন, "আমি বোষ্টম, আমার ত নিজের উপর অত্যাচারে রাগ কর্‌তে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হ'তে বলেছেন, আর, তোমাকেও এখন থেকে তাই হ'তে হবে।"

"কেন, আমার অপরাধ?"

"বৈষ্ণবের স্ত্রী, এই মাত্র তোমার অপরাধ।"

বল্‌লুম, "তা' হ'তে পারে, কিন্তু, গাছের মত অন্যায় সহ্য করা আমার কাজ নয়, তা সে যে প্রভুই আদেশ করুন। তা ছাড়া, যে লোক ভগবান্ পর্য্যন্ত মানে না, তার কাছে আবার মহাপ্রভু কি ?"

স্বামী হঠাৎ যেন চম্‌কে উঠ্‌লেন ; বল্‌লেন, "কে ভগবান্ মানে না ? তুমি ?"

বল্‌লুম, "হাঁ, আমি।"

তিনি বল্‌লেন, "ভগবান্ মান না কেন ?"

বল্‌লুম, "নেই ব'লে মানিনে। মিথ্যে ব'লে মানিনে।"

আমি লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌ছিলুম, আমার স্বামীর হাসিমুখখানি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আস্‌ছিল, এই কথার পরে সে মুখ একেবারে যেন ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন, "শুনেছিলুম, তোমার মামা না কি নিজেকে নাস্তিক বল্‌তেন—"

আমি মাঝ্‌খানেই ভুল শুধ্‌রে দিয়ে বল্‌লুম, "না, তিনি নিজেকে নাস্তিক বল্‌তেন না, agnostic বল্‌তেন।"

স্বামী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "সে আবার কি ?"

আমি বল্‌লুম, "agnostic তারা, যারা ঈশ্বর আছেন বা নেই—কোন কথাই বলে না।"

কথাটা শেষ না হ'তেই স্বামী ব'লে উঠ্‌লেন, "থাক্, এ সব আলোচনা। আমার সাম্‌নে তুমি কোন দিন আর এ কথা মুখে এনো না।"

তবুও তর্ক কর্‌তে যাচ্ছিলুম, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখপানে চেয়ে আর আমার মুখে কথা যোগালো না। ভগবানের ওপর তাঁর অচলা বিশ্বাস

আমি জানতুম, কিন্তু, কোন মানুষ যে আর এক জনের মুখ থেকে তাঁর অস্বীকার শুন্‌লে এত ব্যথা পেতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না। এই নিয়ে মামার বস্‌বার ঘরে অনেক তর্ক নিজেও করেচি, অপরকেও কর্‌তে শুনেছি, রাগা-রাগি হয়ে যেতে বহুবার দেখেচি, কিন্তু এমন বেদনায় বিবর্ণ হয়ে যেতে কাউকে দেখিনি। আমি নিজেও ব্যথা বড় কম পেলুম না, কিন্তু কোন তর্ক না ক'রে এ ভাবে আমার মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়ায় অপমানে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কিন্তু ভাবি, আমার অপমানের পালাটা এর ওপর দিয়েই কেন সে দিন শেষ হ'ল না।

যে মাদুরটা পেতে আমি নীচে শুতুম, সেটা ঘরের কোণে গুটোনো থাক্‌ত; আজ কে যে সরিয়ে রেখেছিল, বল্‌তে পারিনে। খুঁজে পাচ্ছিনে দেখে তিনি নিজে বিছানা থেকে একটা তোষক তুলে বল্‌লেন, "আজ এইটে পেতে শোও। এত রাত্রে কোথা আর খুঁজে বেড়াবে বল!"

তাঁর কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের লেশমাত্র ছিল না। তবুও কথাটা যেন অপমানের শূল হয়ে আমার বুকে বিঁধ্‌ল। রোজ ত আমি নীচেই শুই। সামান্য একখানা মাদুর পেতে যেমন তেমন ভাবে রাত্রিযাপন করাটাই ত ছিল আমার সব চেয়ে বড় গর্ব্ব। কিন্তু স্বামীর ছোট্ট দুটি কথায় যে আজ আমার সেই গর্ব্ব ঠিক তত বড় লাঞ্ছনায় রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেবে, এ কে ভেবেছিল?

অন্যত্র শোবার উপকরণ স্বামীর হাত থেকেই হাত পেতে নিলুম, কিন্তু শোবা-মাত্রই কান্নার ঢেউ যেন আমার গলা পর্য্যন্ত ফেনিয়ে উঠ্‌ল। জানিনে, তিনি শুন্‌তে পেয়েছিলেন কি না। সকাল হ'তে না হতেই

তাড়াতাড়ি বিছানা তুলে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা কর্‌চি, তিনি ডেকে বল্‌লেন, "আজ এত ভোরে উঠ্‌লে যে?"

বল্‌লুম, "ঘুম ভেঙে গেল, তাই বাইরে যাচ্চি।"

বল্‌লেন, "একটা কথা আমার শুন্‌বে?"

রাগে, অভিমানে সর্ব্বাঙ্গ ভরে গেল, বল্‌লুম, "তোমার কথা কি আমি শুনিনে?"

আমার মুখপানে চেয়ে তিনি একটু হেসে বল্‌লেন, "শোন; আচ্ছা, তা'হলে কাছে এস, বলি।"

বল্‌লুম, "আমি ত কালা নই, এখানে দাঁড়িয়েই শুন্‌তে পাব।"

"পাবে না গো, পাবে না," ব'লেই তিনি হঠাৎ স্বমুখে ঝুঁকে পড়ে আমার হাতটা ধ'রে ফেল্‌লেন। আমি জোর ক'রে ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পার্‌ব কেন, একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হাত দিয়ে জোর ক'রে আমার মুখ তুলে ধ'রে বল্‌লেন, "যারা ভগবান্ মানে, তারা কি বলে জানো? তারা বলে, স্বামীর কাছে কিছুতে মিথ্যে বল্‌তে নেই।"

আমি বল্‌লুম, "কিন্তু যারা ভগবান্ মানে না, তারা বলে, কারও কাছেই মিথ্যে বল্‌তে নেই।"

স্বামী হেসে বল্‌লেন্, "বটে! কিন্তু তাই যদি হয়, অত বড় মিথ্যে কথাটা কাল কি ক'রে মুখে আন্‌লে বল ত? কি ক'রে বল্‌লে, ভগবান্ তুমি মানো না?"

হঠাৎ মনে হ'ল, এত আশা ক'রে বুঝি কেউ কখনো কারও সঙ্গে কথা কয়নি। তাই, বল্‌তে মুখে বাধ্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু, তবু ত পোড়া

অহঙ্কার গেল না, ব'লে ফেল্‌লুম, "ভগবান্ মানি বল্‌লেই বুঝি সত্যি কথা বলা হ'ত? আমাকে আট্‌কে রাখ্‌লে কেন? আর কোন কথা আছে?"

তিনি ম্লানমুখে আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "আর একটা কথা—মায়ের কাছে আজ মাপ চেয়ো।"

আমার সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলে উঠ্‌ল; বল্‌লুম, "মাপ চাওয়াটা কি ছেলেখেলা, না, তার কোন অর্থ আছে?"

স্বামী বল্‌লেন, "অর্থ তার এই যে, সেটা তোমার কর্ত্তব্য।"

বল্‌লুম, "তোমাদের ভগবান্ বুঝি বলেন, যে নিরপরাধ, সে গিয়ে অপরাধীর নিকট ক্ষমা চেয়ে কর্ত্তব্য করুক্?"

স্বামী আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার মুখের পানে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন। তার পরে ধীরে ধীরে বল্‌লেন, ভগবানের নাম নিয়ে তামাসা করতে নেই, এ কথা ভবিষ্যতে কোন দিন আর যেন মনে ক'রে দিতে আমায় না হয়। আমি তর্ক করতে ভালবাসিনে,—মায়ের কাছে মাপ চাইতে না পারো, তাঁর সঙ্গে আর কখনও বিবাদ করতে যেয়ো না।"

বল্‌লুম, "কেন শুন্‌তে পাইনে?"

তিনি বল্‌লেন, "না। নিষেধ করা আমার কর্ত্তব্য, তাই নিষেধ ক'রে দিলুম।" এই ব'লে তিনি বাইরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। আমি আর সইতে পারলুম না, বল্‌লুম, "কর্ত্তব্যজ্ঞানটা তোমাদেরই যদি এত বেশী, সে কি আর কারও নেই? আমিও ত মানুষ, বাড়ীর মধ্যে আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে? তা যদি তোমাদের ভাল না লাগে,

আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। থাক্‌লেই বিবাদ হবে, এ নিশ্চয় ব'লে দিচ্ছি।"

তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "তা'হলে গুরুজনের সঙ্গে বিবাদ করাই বুঝি তোমার কর্ত্তব্য? সে যদি হয়, যে দিন ইচ্ছে বাপের বাড়ী যাও, আমাদের কোন আপত্তি নেই।"

স্বামী চ'লে গেলেন, আমি সেইখানেই ধপ্‌ ক'রে ব'সে পড়্‌লুম। মুখ দিয়ে শুধু আমার বার হ'ল, 'হায় রে! যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!'

সমস্ত সকালটা যে আমার কি ক'রে কাট্‌লো, সে আমিই জানি। কিন্তু দুপুর বেলা স্বামীর মুখ থেকেই যে কথা শুন্‌লুম, তাতে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

খেতে বসিয়ে শাশুড়ী বল্‌লেন, "কাল তোমাকে বলিনি বাছা, কিন্তু এ বউ নিয়ে ত আমি ঘর কর্‌তে পারিনে ঘনশ্যাম। কাল্‌কের কাণ্ড ত শুনেচ?"

স্বামী বল্‌লেন, "শুনেচি মা!"

শাশুড়ী বল্‌লেন, "তা হ'লে যা হোক, এর একটা ব্যবস্থা কর।"

স্বামী একটুখানি হেসে বল্‌লেন, "ব্যবস্থা করার মালিক ত তুমি নিজেই মা।"

শাশুড়ী বল্‌লেন, "তা কি আর পারিনে বাছা, একদিনেই পারি। এত বড় ধাড়ি মেয়ে আমার ত বিয়ে দিতেই ইচ্ছে ছিল না। শুধু—"

স্বামী বল্‌লেন, "সে কথা ভেবে আর লাভ কি মা! আর ভালমন্দ

যাই হোক্, বাড়ীর বড় বৌকে ত আর ফেল্‌তে পার্‌বে না ! ও চায় আমি একটু ভালো খাই-দাই। ভাল, সে ব্যবস্থাই কেন ক'রে দাও না মা !"

শাশুড়ী বল্‌লেন, "অবাক্ কর্‌লি ঘনশ্যাম। আমি কি ভালমন্দ খেতে দিতে জানিনে যে, আজ ও এসে আমাকে শিখিয়ে দেবে ? আর তোমারই বা দোষ কি বাবা ! অত বড় বৌ যে দিন ঘরে এসেচে, সেই দিনই জান্‌তে পেরেচি, সংসার এবার ভাঙ্‌ল। তা বাছা, আমার গিন্নীপনায় আর না যদি চলে, ওঁর হাতেই না হয় ভাঁড়ারের চাবি দিচ্চি। কৈ গা, বড় বউমা, বেরিয়ে এসো গো, চাবি নিয়ে যাও"—ব'লে শাশুড়ী ঝনাৎ ক'রে চাবির গোছাটা রান্নাঘরে দাওয়ার ওপর ফেলে দিলেন।

স্বামী আর একটি কথাও কইলেন না ; মুখ বুজে ভাত খেয়ে বাইরে যাবার সময় বল্‌তে বল্‌তে গেলেন, "সব মেয়েমানুষেরই ঐ এক রোগ, কাকেই বা কি বলি !"

আমার বুকের মধ্যে যেন আহ্লাদের জোয়ার ডেকে উঠ্‌ল। আমি কেন যে ঝগড়া করেচি, তা' উনি জান্‌তে পেরেছেন, এই কথাটা শতবার মুখে আবৃত্তি ক'রে সহস্র রকমে মনের মধ্যে অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লুম। সকালের সমস্ত ব্যথা আমার যেন ধুয়ে মুছে গেল।

এখন কতবার মনে হয়, ছেলেবেলা থেকে কাজের অকাজের কত বই পড়ে কত কথাই ত শিখেছিলুম, কিন্তু এ কথাটা কোথাও যদি শিখ্‌তে পেতুম, পৃথিবীতে তুচ্ছ একটি কথা গুছিয়ে না বল্‌বার দোষে, ছোট্ট একটি কথা মুখ ফুটে না বল্‌বার অপরাধে, কত শত ঘর-সংসারই

না ছারখার হয়ে যায়। হয় ত, তা' হলে এ কাহিনী লেখ্‌বার আজ আবশ্যকই হ'ত না।

তাই ত বার বার বলি, ওরে হতভাগী! এত শিখেছিলি, এটা শুধু শিখিস্‌নে, মেয়েমানুষের কার মানে মান! কার হতাদরে তোদের মানের অট্টালিকা তাসের অট্টালিকার মতই এক নিমিষে একটা ফুঁয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায়!

তবে, তোর কপাল পুড়্‌বে না ত আর পুড়্‌বে কার! সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা ঘরে খিল দিয়ে যদি সাজ-সজ্জাই করলি, অসময়ে ঘুমের ভান ক'রে যদি স্বামীর পালঙ্কের একধারে গিয়ে শুতেই পারলি, তাঁকে একটা সাড়া দিতেই কি তোর এমন কণ্ঠরোধ হ'ল? তিনি ঘরে ঢুকে দ্বিধায়, সঙ্কোচে বার বার ইতস্ততঃ ক'রে যখন বেরিয়ে গেলেন, একটা হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতটা ধ'রে ফেল্‌তেই কি তোর হাতে পক্ষাঘাত হ'ল? সেই ত সারারাত্রি ধ'রে মাটীতে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদ্‌লি, একবার মুখ ফুটে বল্‌তেই কি শুধু এত বাধা হ'ল যে, আচ্ছা, তুমি তোমার বিছানাতে এসে শোও, আমি আমার ভূমি-শয্যাতেই না হয় ফিরে যাচ্ছি।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, মনে হ'ল যেন জ্বর হয়েচে। উঠে বাইরে যাচ্ছি, স্বামী এসে ঘরে ঢুক্‌লেন। আমি মুখ নীচু ক'রে এক-পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম, তিনি বল্‌লেন, "তোমাদের গ্রামের নরেন বাবু এসেছেন।"

বুকের ভেতরটায় ধক্‌ ক'রে উঠ্‌ল!

স্বামী বল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমাদের নিখিলের তিনি কলেজের বন্ধু। চিতোর বিলে হাঁস শীকার কর্‌বার জন্যে কলকাতায় থাক্‌তে সে বুঝি

কবে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছিল, তাই এসেছেন। তুমিও ত তাঁকে বেশ চেনো, না ?"

উঃ—মানুষের স্পর্দ্ধার কি একটা সীমা থাক্‌তেও নেই!

ঘাড় নেড়ে জানালুম, আছে। কিন্তু, ঘৃণায় লজ্জায় নখ থেকে চুল পর্য্যন্ত আমার তেতো হয়ে গেল।

স্বামী বল্‌লেন, "তোমার প্রতিবেশীর আদর-যত্নের ভার তোমাকেই নিতে হবে।"

শুনে এম্‌নি চম্‌কে উঠ্‌লুম যে, ভয় হ'ল, হয় ত আমার চমকটা তাঁর চোখে পড়েচে। কিন্তু এ দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। বল্‌লেন, "কাল রাত্রি থেকেই মায়ের বাতটা ভয়ানক বেড়েচে। এ দিকে নিখিলও বাড়ী নেই, অখিলকেও তার আফিস কর্‌তে হবে।"

মুখ নীচু কোরে কোন মতে বল্‌লুম, "তুমি ?"

"আমার কিছুতে থাক্‌বার যো নেই। রায়গঞ্জে পাট কিন্‌তে না গেলেই নয়।"

"কখন্ ফির্‌বে ?"

"ফির্‌তে আবার কা'ল এই সময়। রাত্রিটা সেখানেই থাক্‌তে হবে।"

"তা হ'লে আর কোথাও তাঁকে যেতে বল। আমি বউ-মানুষ, শ্বশুরবাড়ীতে তাঁর সাম্‌নে বা'র হ'তে পার্‌ব না।"

স্বামী বল্‌লেন, "ছি, তা কি হয়! আমি সমস্ত ঠিক ক'রে দিয়ে যাচ্চি, তুমি সাম্‌নে না বা'র হও, আড়াল থেকে গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ো।" এই ব'লে তিনি বাইরে চ'লে গেলেন।

সেই দিন পাঁচমাস পরে আবার নরেনকে দেখ্‌লুম। দুপুরবেলা সে খেতে ব'সেছিল, আমি রান্নাঘরের দোরের আড়ালে ব'সে কিছুতেই চোখের কৌতূহল থামাতে পার্‌লুম না। কিন্তু চাইবামাত্রই আমার সমস্ত মনটা এমন একপ্রকার বিতৃষ্ণায় ভ'রে গেল যে, সে পরকে বোঝানো শক্ত। মস্ত একটা তেঁতুলবিছে এঁকেবেঁকে চ'লে যেতে দেখ্‌লে সর্ব্বাঙ্গ যেমন কোরে ওঠে, অথচ যতক্ষণ সেটা দেখা যায়, চোখ ফিরুতে পারা যায় না, ঠিক তেম্‌নি কোরেই আমি নরেনের পানে চেয়ে রইলুম। ছি ছি, ওর ওই দেহটাকে কি কোরে যে একদিন ছুঁয়েচি, মনে পড়্‌তেই সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়ে মাথার চুল পর্য্যন্ত আমার খাড়া হয়ে উঠ্‌ল।

খেতে খেতে সে মাঝে মাঝে চোখ তুলে চারিদিকে কি যে খুঁজ্‌ছিল, সে আমি জানি। আমাদের রাঁধুনী কি একটা তরকারি দিতে গেলে, সে হঠাৎ যেন ভারি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "হাঁ গা, তোমাদের বড় বৌ যে বড় বেরুলো না?"

রাঁধুনী জান্‌ত যে, ইনি আমাদের বাপের বাড়ীর লোক—গ্রামের জমিদার। তাই বোধ করি, খুসী করবার জন্যই হাসির ভঙ্গীতে একঝুড়ি মিথ্যে কথা ব'লে তার মন জোগালে। বল্‌লে, "কি জানি বাবু, বড় বৌমার ভারি লজ্জা—নইলে, তিনিই ত আপনার জন্যে আজ নিজে রাঁধ্‌লেন। রান্নাঘরে ব'সে তিনিই ত আপনার সব খাবার এগিয়ে গুছিয়ে দিচ্চেন। লজ্জা কোরে কিন্তু কম-যম খাবেন না বাবু, তা'হলে তিনি বড্ড রাগ কর্‌বেন, আমাকে ব'লে দিলেন।"

মানুষের সয়তানীর অন্ত নেই, দুঃসাহসেরও অবধি নেই। সে স্বচ্ছন্দে

স্নেহের হাসিতে মুখখানা রান্নাঘরের দিকে তুলে চেঁচিয়ে বল্‌লে, "আমার কাছে তোর আবার লজ্জা কি রে সদু? আয় আয়, বেরিয়ে আয়। অনেক দিন দেখিনি, একবার দেখি।"

কাঠ হয়ে সেই দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার মেজ জা'ও রান্নাঘরে ছিল, ঠাট্টা ক'রে বল্‌লে, "দিদির সবতাতেই বাড়াবাড়ি। পাড়ার লোক, ভাইয়ের মত—বিয়ের দিন পর্য্যন্ত সাম্‌নে বেরিয়েচ, কথা কয়েচ, আর আজই যত লজ্জা! একবার দেখ্‌তে চাচ্চেন, যাও না।"

এর আর জবাব দেব কি?

বেলা তখন ছুটো আড়াইটে, বাড়ীর সবাই যে যার ঘরে শুয়েচে, চাকরটা এসে বাইরে থেকে বল্‌লে, "বাবু পান চাইলেন মা।"

"কে বাবু?"

"নরেন বাবু।"

"তিনি শীকার কর্‌তে যান্‌নি?"

"কই না, বৈঠকখানায় শুয়ে আছেন যে।"

তা'হলে শীকারের ছলটাও মিথ্যে!

পান পাঠিয়ে দিয়ে জানালায় এসে বস্‌লুম। এ বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত এই জানালাটিই ছিল আমার সব চেয়ে প্রিয়। নীচেই ফুল-বাগান, এক ঝাড় চামেলী ফুলের গাছ দিয়ে সম্মুখটা ঢাকা; এখানে বস্‌লে বাইরের সমস্ত দেখা যায়; কিন্তু বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।

আমি মানুষের মনের এই বড় একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখি যে, যে বিপদটা হঠাৎ তার ঘাড়ে এসে পোড়ে তাকে একান্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন

ক'রে দিয়ে যায়, অনেক সময়ে সে তাকেই একপাশে ঠেলে দিয়ে একটা তুচ্ছ কথা চিন্তা কর্‌তে ব'সে যায়। বাইরে পান পাঠিয়ে দিয়ে আমি নরেনের কথাই ভাব্‌তে বসেছিলুম সত্যি, কিন্তু, কখন্ কোন্ ফাঁকে যে আমার স্বামী এসে আমার সমস্ত মন জুড়ে ব'সে গিয়েছিলেন, সে আমি টেরও পাইনি।

আমার স্বামীকে আমি যত দেখ্‌ছিলুম, ততই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিলুম। সব চেয়ে আশ্চর্য্য হতুম—তাঁর ক্ষমা কর্‌বার ক্ষমতা দে'খে। আগে আগে মনে হ'ত, এ তাঁর দুর্ব্বলতা, পুরুষত্বের অভাব। শাসন কর্‌বার সাধ্য নেই ব'লেই ক্ষমা করেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল, ততই টের পাচ্ছিলেম, যেমন বুদ্ধিমান্, তেমনি দৃঢ়। আমাকে যে তিনি ভেতরে ভেতরে কত ভালবেসেচেন, সে'ত আমি অসংশয়ে অনুভব কর্‌তে পারি, কিন্তু, সে ভালবাসার ওপর এতটুকু জোর খাটাবার সাহস আমার ত হয় না।

একদিন কথায় কথায় বলেছিলুম, "আচ্ছা, তুমিই ত বাড়ীর সর্ব্বস্ব, কিন্তু, তোমাকে যে বাড়ীশুদ্ধ সবাই অযত্ন অবহেলা করে, এমন কি, অত্যাচার করে এ কি তুমি ইচ্ছে কর্‌লে শাসন ক'রে দিতে পার না?"

তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "কৈ, কেউ ত অযত্ন করে না।"

কিন্তু আমি নিশ্চয় জান্‌তুম, কিছুই তাঁর অবিদিত ছিল না।

বল্‌লুম, "আচ্ছা, যত বড় দোষই হোক্, তুমি কি সব মাপ কর্‌তে পারো?"

তিনি তেম্‌নি হাসিমুখে বল্‌লেন, "যে সত্যি ক্ষমা চায়, তাকে কর্‌তেই হবে—এ যে আমাদের মহাপ্রভুর আদেশ গো।"

তাই এক-একদিন চুপ ক'রে ব'সে ভাব্‌তুম, ভগবান্ যদি সত্যিই নেই, তা'হলে এত শক্তি, এত শান্তি ইনি পেলেন কোথায়? এই যে আমি স্ত্রীর কর্ত্তব্য একদিনের জন্যে করিনে, তবু ত তিনি কোন দিন স্বামীর জোর নিয়ে আমার অমর্য্যাদা অপমান করেন না!

আমাদের ঘরের কুলুঙ্গিতে একটি শ্বেত-পাথরের গৌরাঙ্গমূর্ত্তি ছিল, আমি কত রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখেছি, স্বামী বিছানার উপর স্তব্ধ হয়ে ব'সে একদৃষ্টে তাঁর পানে চেয়ে আছেন, আর দুচক্ষু বয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে যাচ্চে। সময়ে সময়ে তাঁর মুখ দেখে আমারও যেন কান্না আস্‌ত; মনে হ'ত, অম্‌নি ক'রে একটা দিনও কাঁদ্‌তে পার্‌লে বুঝি মনের অর্দ্ধেক বেদনা ক'মে যাবে। পাশের কুলুঙ্গিতে তাঁর খানকয়েক বড় আদরের বই ছিল, তাঁর দেখাদেখি আমিও মাঝে মাঝে পড়্‌তুম। লেখাগুলো যে আমি সত্যি ব'লে বিশ্বাস কর্‌তুম, তা নয়, তবুও, এমন কত দিন হয়েছে, কখন্ পড়ায় মন লেগে গেছে, কখন্ বেলা বয়ে গেছে, কখন্ দু ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গালের ওপর শুকিয়ে আছে, কিছুই ঠাওর পাই নি। কত দিন হিংসে পর্য্যন্ত হয়েচে, তাঁর মত আমিও যদি এগুলি সমস্ত সত্যি ব'লেই ভাব্‌তে পার্‌তুম!

কিছু দিন থেকে আমি বেশ টের পেতুম, কি একটা ব্যথা যেন প্রতিদিনই আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে উঠ্‌ছিল। কিন্তু কেন, কিসের জন্যে, তা' কিছুতে হাত্‌ড়ে পেতাম না। শুধু মনে হ'ত, আমার যেন কেউ কোথাও নেই। ভাব্‌তুম, মায়ের জন্যেই বুঝি ভেতরে ভেতরে মন কেমন করে, তাই কত দিন ঠিক করেচি, কালই পাঠিয়ে দিতে বোল্‌ব, কিন্তু যাই মনে হ'ত, এই ঘরটি ছেড়ে আর কোথাও যাচ্ছি,

অমনি সমস্ত সংকল্প কোথায় যে ভেসে যেত, তাঁকে মুখ ফুটে বলাও হ'ত না।

মনে করলুম, যাই, কুলুঙ্গি থেকে বইখানা এনে একটু পড়ি। আজকাল এই বইখানি হয়েছিল আমার অনেক দুঃখের সান্ত্বনা। কিন্তু, উঠতে গিয়ে হঠাৎ আঁচলে একটা টান পড়তেই ফিরে চেয়ে নিজের চক্ষুকেই যেন বিশ্বাস হ'ল না। দেখি, আমার আঁচল ধ'রে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে নরেন। একটু হলেই চেঁচিয়ে ফেলেছিলুম আর কি! সে কখন্ এসেচে, কতক্ষণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই জানতে পারিনি। কিন্তু কি ক'রে যে সে দিন আপনাকে সাম্‌লে ফেলেছিলুম, আমি আজও ভেবে পাইনে। ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেসা করলুম, "এখানে এসেচ কেন? শীকার ক'রতে?"

নরেন বল্‌লে, "বোস, বলচি।"

আমি জানালার ওপর ব'সে প'ড়ে বললুম, "শীকার করতে যাওনি কেন?"

নরেন বল্‌লে, "ঘনশ্যাম বাবুর হুকুম পাইনি। যাবার সময় ব'লে গেলেন, আমরা বৈষ্ণব, আমাদের বাড়ী থেকে জীবহত্যা করা নিষেধ।"

চক্ষের নিমিষে স্বামি-গর্ব্বে আমার বুকখানা ফুলে উঠল। তিনি কোন কর্ত্তব্যই ভোলেন না, সে দিকে তাঁর একবিন্দু দুর্ব্বলতা নেই। মনে মনে ভাবলুম, এ লোকটা দেখে যাক্, আমার স্বামী কত বড়!

বল্‌লুম, "তা হ'লে বাড়ী ফিরে গেলে না কেন?"

সে লোকটা গরাদের ফাঁক দিয়ে খপ্ ক'রে আমার হাতটা চেপে

ধ'রে বল্‌লে, "সদু, টাইফয়েড জ্বরে মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে উঠে যখন শুন্‌লুম, তুমি পরের হয়েচ, আর আমার নেই, তখন বার বার ক'রে বল্‌লুম, ভগবান্, আমাকে বাঁচালে কেন? তোমার কাছে আমি এই-টুকু বয়সের মধ্যে এমন কি পাপ করেচি—যার শাস্তি দেবার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌লে!"

বল্‌লুম, "তুমি ভগবান্ মানো?"

নরেন থতমত খেয়ে বল্‌তে লাগল, "না—হাঁ—না, মানিনে—কিন্তু, সে সময়ে কি জানো—"

"থাক্ গে,—তার পরে?"

নরেন ব'লে উঠ্‌ল, "উঃ—সে আমার কি দিন, যে দিন শুন্‌লুম, তুমি আমারই আছো,—শুধু নামেই অন্যের, নইলে আমারই চিরকাল, শুধু আমারই। আজও একদিনের জন্যে আর কারও শয্যায় রাত্রি—"

"ছি ছি, চুপ করো, চুপ করো! কিন্তু, কে তোমাকে এ খবর দিলে? কার কাছে শুন্‌লে?"

"তোমাদের যে দাসী ৩।৪ দিন হ'ল বাড়ী যাবার নাম ক'রে চ'লে গেছে, যে—"

"মুক্ত কি তোমার লোক ছিল?" ব'লে জোর ক'রে তা'র হাত ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু, এবারেও সে তেমনি সজোরে ধ'রে রাখ্‌লে। তার চোখ দিয়ে ফোঁটা দুই জলও গড়িয়ে পড়্‌ল। বল্‌লে, "সদু, এমনি কোরেই কি আমাদের জীবনের শেষ হবে? অমন অসুখে না পড়্‌লে আজ কেউ ত আমাদের আলাদা ক'রে রাখ্‌তে পার্‌ত না! যে অপরাধ আমার নিজের নয়, তার জন্যে কেন এত বড় শাস্তি ভোগ কর্‌ব? লোকে

ভগবান্, ভগবান্ করে, কিন্তু, তিনি সত্যি থাক্‌লে কি বিনাদোষে এত বড় সাজা আমাদের দিতেন? কখনও না। তুমিই বা কিসের জন্যে একজন অজানা-অচেনা, মুখ্যু লোকের—"

"থাক্, থাক্, ও কথা থাক্।"

নরেন চম্‌কে উঠে বল্‌লে, "আচ্ছা থাক্। কিন্তু, যদি জান্‌তুম, তুমি সুখে আছ, সুখী হয়েচ, তা হ'লেও হয় ত একদিন মনকে সান্ত্বনা দিতে পার্‌তুম, কিন্তু কোন সম্বলই যে আমার হাতে নেই—আমি বাঁচ্‌ব কি কোরে?"

আবার তার চোখে জল এসে পড়্‌ল। এবার সে আমার হাতটাই টেনে নিয়ে তার নিজের চোখের জল মুছে বল্‌লে, "এমন কোন সভ্য-দেশ পৃথিবীতে আছে—যেখানে এত বড় অন্যায় হ'তে পার্‌ত! মেয়ে-মানুষ ব'লে কি তার প্রাণ নেই, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে এমন ক'রে তাকে সারাজীবন দগ্ধ কর্‌বার অধিকার সংসারে কার আছে? কোন্ দেশের মেয়েরা ইচ্ছে কর্‌লে এমন বিয়ে লাথি মেরে ভেঙে দিয়ে যেখানে খুসী চ'লে যেতে না পারে?"

এ সব কথা আমি সমস্তই জান্‌তুম। আমার মামার ঘরে নব্য যুগের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কোন আলোচনাই বাকি ছিল না। আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌লুম, "তুমি আমাকে কি কর্‌তে বল?"

নরেন বল্‌লে, "আমি তোমাকে কোন কথাই বল্‌ব না। এইটুকু শুধু জানিয়ে যাবো যে, মরণের গ্রাস থেকে উঠে পর্য্যন্ত আমি এই আজকের দিনের প্রতীক্ষা ক'রেই পথ চেয়ে ছিলুম। তার পরে হয় ত

একদিন শুন্‌তে পাবে, যেখান থেকে উঠে এসেচি, তার কাছেই ফিরে চ'লে গেছি। কিন্তু তোমার কাছে এই আমার শেষ নিবেদন রইল, সদু, বেঁচে থাক্‌তে যখন কিছুই পেলুম না, মরণের পরে যেন ঐ চোখের দু ফোঁটা জল পাই। আত্মা ব'লে যদি কিছু থাকে, তার তাতেই তৃপ্তি হবে।"

আমার হাতটা তার হাতের মধ্যেই রইল,—চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। এখন ভাবি, সে দিন যদি ঘুণাগ্রেও জান্‌তুম, মানুষের মনের দাম এই, একে একেবারে উল্টো ধারায় বইয়ে দিতে এইটুকু মাত্র সময় এতটুকু মাত্র মাল-মসলার প্রয়োজন, তা হ'লে যেমন কোরে হোক্, সে দিন তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমি জানালা বন্ধ ক'রে দিতুম, কিছুতে তার একটা কথাও কানে ঢুক্‌তে দিতুম না। কটা কথা, ক ফোঁটা চোখের জলই বা তার খরচ হয়েছিল? কিন্তু নদীর প্রচণ্ড স্রোতে পাতা শুদ্ধ শরগাছ যেমন কোরে কাঁপ্‌তে থাকে, তেম্‌নি কোরে আমার সমগ্র দেহটা কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, মনে হ'তে লাগ্‌ল নরেন যেন কোন অদ্ভুত কৌশলে আমার পাঁচ আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে, পাঁচশ বিদ্যুতের ধারা আমার সর্ব্বাঙ্গে বইয়ে দিয়ে, আমার পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত অবশ ক'রে আন্‌চে। সে দিন মাঝ্‌খানের সেই লোহার গরাদেগুলো যদি না থাক্‌ত, আর সে যদি আমাকে টেনে তুলে নিয়ে পালাতো, হয় ত আমি একবার চেঁচাতে পর্য্যন্ত পারতুম না—'ওগো, কে আছ, আমায় রক্ষে কর।' দুজনে কতক্ষণ এমন স্তব্ধ হয়ে ছিলুম জানিনে, সে হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল, "সদু!"

"কেন?"

"তুমি ত বেশ জানো, আমাদের মিথ্যে শাস্ত্রগুলো শুধু মেয়েমানুষকে বেঁধে রাখ্‌বার শেকল মাত্র! যেমন কোরে হোক্‌, আট্‌কে রেখে তাদের সেবা নেবার ফন্দি! সতীর মহিমা কেবল মেয়েমানুষের বেলা —পুরুষের বেলায় সব ফাঁকি! আত্মা, আত্মা যে করে, সে কি মেয়েমানুষের দেহে নেই? তার কি স্বাধীন সত্তা নেই? সে কি শুধু এসেছিল পুরুষের সেবাদাসী হবার জন্যে?"

"বউমা, বলি, কথা কি তোমাদের শেষ হবে না বাছা?"

মাথার ওপর বাজ ভেঙে পড়্‌লেও বোধ করি, মানুষে এমন কোরে চম্‌কে ওঠে না, আমরা দুজনে যেমন ক'রে চম্‌কে উঠ্‌লুম। নরেন হাত ছেড়ে দিয়ে ব'সে পড়্‌ল, আমি মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লুম, বারান্দায় খোলা জানালার ঠিক সুমুখে দাঁড়িয়ে আমার শাশুড়ী।

বল্‌লেন, "বাছা, এ পাড়ার লোকগুলো ত তেমন সভ্য-ভব্য নয়, অমন কোরে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান্না-কাটি করতে দেখ্‌লে হয় ত বা দোষের ভেবে নেবে। বলি, বাবুটিকে ঘরে ডেকে পাঠালেই ত দেখ্‌তে শুন্‌তে সব দিকে বেশ হ'ত!"

কি একটা জবাব দিতে গেলুম, কিন্তু মুখের মধ্যে জিভ্‌টা আমার আড়ষ্ট হয়ে রইল—একটা কথাও ফুট্‌ল না।

তিনি একটুখানি হেসে বল্‌লেন, "বল্‌তে ত পারিনে, বাছা, শুধু ভেবেই মরি, বউমাটি কেন আমার এত কষ্ট সয়ে মাটীতে শুয়ে থাকেন! তা' বেশ! বাবুটি নাকি দুপুরবেলা চা খান। চা তৈরিও হয়েচে— একবার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেসা কর দেখি, বউমা, চায়ের পেয়ালাটা বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দেব, না, ঐ বাগানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খাবেন?"

উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল চেষ্টায় তবে কথা কইতে পার্‌লুম, বল্‌লুম, "তুমি কি রোজ এম্‌নি কোরে আমার ঘরে আড়ি পাতো মা?"

শাশুড়ী মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "না মা, সময় পাই কোথা? সংসারের কাজ ক'রেই ত সার্‌তে পারিনে। এই দেখ না বাছা, বাতে মর্‌চি, তবু চা তৈরি কর্‌তে রান্নাঘরে ঢুক্‌তে হয়েছিল। তা এই ঘরেই না হয় পাঠিয়ে দিচ্চি—বাবুটির আবার ভারি লজ্জার শরীর, আমি থাক্‌লে হয় ত খাবেন না। তা যাচ্চি আমি—" ব'লে তিনি ফিক্‌ ক'রে একটু মুচ্‌কে হেসে চ'লে গেলেন। এম্‌নি মেয়েমানুষের বিদ্বেষ! প্রতিশোধ নেবার বেলায় শাশুড়ী-বধূর মান্য সম্বন্ধের কোন উঁচুনীচুর ব্যবধানই রাখ্‌লেন না।

সেইখানে মেঝের ওপর চোখ বুজে শুয়ে পড়্‌লুম—সর্ব্বাঙ্গ বয়ে ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে ঘাম ঝ'রে সমস্ত মাটীটা ভিজে গেল।

শুধু একটা সান্ত্বনা ছিল, আজ তিনি আস্‌বেন না,—আজকার রাত্রিটা অন্ততঃ চুপ্‌ ক'রে প'ড়ে থাক্‌তে পাবো, তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

কতবার ভাব্‌লুম উঠে বসি, কাজকর্ম্ম করি—যেন কিছুই হয় নি,—কিন্তু কিছুতেই পার্‌লুম না, সমস্ত শরীর যেন থর্‌ থর্‌ কর্‌তে লাগ্‌লো!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, এ ঘরে কেউ আলো দিতে এল না।

রাত্রি তখন প্রায় আট্‌টা, সহসা তাঁর গলা বাইরে থেকে কানে আস্‌তেই বুকের সমস্ত রক্ত-চলাচল যেন একেবারে থেমে গেল! তিনি চাকরকে জিজ্ঞেসা কর্‌ছিলেন, "বঙ্কু, নরেনবাবু হঠাৎ চ'লে গেলেন কেন রে?" চাকরের জবাব শোনা গেল না। তখন তিনি নিজেই বল্‌লেন, "খুব

সম্ভব শীকার করতে বারণ করেছিলুম ব'লে। তা' উপায় কি!" অন্দরে ঢুকতেই, শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ ডেকে বললেন, "একবার আমার ঘরে এসো ত বাবা!"

তাঁর যে এক মুহূর্ত্ত দেরী সইবে না, সে আমি জানতুম। তিনি যখন আমার ঘরে এলেন, আমি কিসের একটা প্রচণ্ড নিষ্ঠুর আঘাত প্রতীক্ষা ক'রেই যেন সর্ব্বাঙ্গ কাঠের মত শক্ত ক'রে প'ড়ে রইলুম, কিন্তু তিনি একটা কথাও বললেন না। কাপড়-চোপড় ছেড়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে বেরিয়ে গেলেন, যেন কিছুই হয়নি—শাশুড়ী তাঁকে যেন এইমাত্র একটা কথাও বলেন নি। তার পরে যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে তিনি ঘরে শুতে এলেন।

সারা-রাত্রির মধ্যে আমার সঙ্গে একটা কথাও হ'ল না। সকাল-বেলা সমস্ত দ্বিধাসঙ্কোচ প্রাণপণে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্চি, মেজ-জা বললেন, "হেঁসেলে তোমার আর এসে কাজ নেই দিদি, আজ আমিই আছি।"

বললুম, "তুমি থাকলে কি আমাকে থাকতে নেই মেজদি?"

"কাজ কি, মা কি জন্যে বারণ ক'রে গেলেন," ব'লে তিনি যে ঘাড় ফিরিয়ে টিপে টিপে হাসতে লাগলেন, সে আমি স্পষ্ট টের পেলুম। মুখ দিয়ে আমার একটা কথাও বা'র হ'ল না—আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ফিরে এলুম।

দেখলুম, বাড়ীশুদ্ধ সকলের মুখই ঘোর অন্ধকার, শুধু যাঁর মুখ সব চেয়ে অন্ধকার হবার কথা, তাঁর মুখেই কোন বিকার নেই। স্বামীর নিত্য প্রসন্ন-মুখ, আজও তেমনি প্রসন্ন!

হায় রে, শুধু একবার গিয়ে যদি বলি, প্রভু, এই পাপিষ্ঠার মুখ থেকে তার অপরাধের বিবরণ শুনে তাকে নিজের হাতে দণ্ড দাও, কিন্তু সমস্ত লোকের এই বিচার-হীন শাস্তি আর যে সহ্য হয় না! কিন্তু সে তো কোন মতেই পারলুম না। তবুও এই বাড়ীতে এই ঘরের মধ্যেই আমার দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল।

এ কেমন কোরে আমার দ্বারা সম্ভব হ'তে পেরেছিল, তা আজ আমি জানি। যে কাল মায়ের বুক থেকে পুত্রশোকের ভার পর্য্যন্ত হাল্‌কা ক'রে দেয়, সে যে এই পাপিষ্ঠার মাথা থেকে তার অপরাধের বোঝা লঘু ক'রে দেবে, সে আর বিচিত্র কি? যে দণ্ড একদিন মানুষ অকাতরে মাথায় তুলে নেয়, আর একদিন তাকেই সে মাথা থেকে ফেল্‌তে পারলে বাঁচে! কালের ব্যবধানে অপরাধের খোঁচা যত অস্পষ্ট, যত লঘু হয়ে আস্‌তে থাকে, দণ্ডের ভার ততই গুরুতর, ততই অসহ্য হয়ে উঠ্‌তে থাকে! এই ত মানুষের মন! এই ত তার গঠন! তাকে অনিশ্চিত সংশয়ে মরিয়া কোরে তোলে। একদিন, দুদিন ক'রে যখন সাতদিন কেটে গেল, তখন কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌ল, এতই কি দোষ করেচি যে, স্বামী একটা মুখের কথাও জিজ্ঞেসা না কোরে নির্ব্বিচারে দণ্ড দিয়ে যাবেন! কিন্তু তিনি যে সকলের সঙ্গে মিলে নিঃশব্দে আমাকে পীড়ন ক'রে যাচ্ছেন, এ বুদ্ধি যে কোথায় পেয়েছিলুম, এখন তাই শুধু ভাবি।

সে দিন সকালে শুনলুম, শাশুড়ী বল্‌চেন, "ফিরে এলি মা মুক্ত! পাঁচদিন ব'লে কত দিন দেরি করলি বল্‌ ত বাছা?"

সে যে কেন ফিরে এসেচে, তা মনে মনে বুঝলুম।

নাইতে যাচ্ছি, দেখা হ'ল। সে মুচ্‌কে হেসে হাতের মধ্যে একটা কাগজ গুঁজে দিলে। হঠাৎ মনে হ'ল, সে যেন এক টুক্‌রো জলন্ত কয়লা আমার হাতের তেলোয় টিপে ধরেচে। ইচ্ছে হ'ল, তথ্‌খুনি কুটি-কুটি কোরে ছিঁড়ে ফেলে দিই। কিন্তু সে যে নরেনের চিঠি! না প'ড়েই যদি ছিঁড়ে ফেল্‌তে পার্‌ব, তা হ'লে মেয়েমানুষের মনের মধ্যে বিশ্বের সেই অফুরন্ত চিরন্তন কৌতূহল জমা হয়ে রয়েচে কিসের জন্যে? নির্জ্জন পুকুরঘাটে জলে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিঠি খুলে বস্‌লুম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও পড়্‌তে পার্‌লুম না। চিঠি লাল কালীতে লেখা। মনে হ'তে লাগ্‌ল, তার রাঙা অক্ষরগুলো যেন একপাল কেন্নোর বাচ্চার মত গায়ে গায়ে জড়িয়ে কিল্‌-বিল্‌ ক'রে ন'ড়ে ন'ড়ে বেড়াচ্চে! তার পরে পড়্‌লুম—একবার—দুবার—তিনবার পড়্‌লুম। তার পরে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে স্নান ক'রে ঘরে ফিরে এলুম। কি ছিল তাতে? সংসারে যা সব চেয়ে বড় অপরাধ, তাই লেখা ছিল।

ধোপা এসে বল্‌লে, "মা ঠাকুরুণ, বাবুর ময়লা কাপড় দাও।"

জামার পকেটগুলো সব দেখে দিতে গিয়ে একখানা পোষ্টকার্ড বেরিয়ে এল, হাতে তুলে দেখি, আমার চিঠি, মা লিখেচেন। তারিখ দেখ্‌লুম, পাঁচ দিন আগের, কিন্তু আজও আমি পাইনি।

প'ড়ে দেখি সর্ব্বনাশ! মা লিখেচেন, শুধু রান্না-ঘরটি ছাড়া আর সমস্তই পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। এই ঘরটির মধ্যে কোন মতে সবাই মাথা গুঁজে আছেন।

দুচোখ জ্বালা কর্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু এক ফোঁটা জল বেরুল না। কত-

ক্ষণ যে এ ভাবে ব'সে ছিলুম, জানিনে, ধোপার চীৎকারে আবার সজাগ হয়ে উঠ্‌লুম। তাড়াতাড়ি তাকে কাপড়গুলো ফেলে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়্‌লুম। এইবার চোখের জলে বালিস ভিজে গেল। কিন্তু এই কি তাঁর ঈশ্বরপরায়ণতা! আমার মা গরীব, একবিন্দু সাহায্য করতে অনুরোধ করি, এই ভয়ে চিঠিখানা পর্য্যন্ত আমাকে দেওয়া হয়নি। এত বড় ক্ষুদ্রতা আমার নাস্তিক মামার দ্বারা কি কখনো সম্ভব হ'তে পারত!

আজ তিনি ঘরে আস্‌তেই কথা কইলুম। বল্‌লুম, "আমাদের বাড়ী পুড়ে গেছে?"

তিনি মুখপানে চেয়ে বল্‌লেন, "কোথায় শুন্‌লে?"

গায়ের ওপর পোষ্টকার্ডখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জবাব দিলুম, "ধোপাকে কাপড় দিতে তোমারই পকেট থেকে পেলুম। দেখ, আমাকে নাস্তিক ব'লে তুমি ঘৃণা কর জানি, কিন্তু যারা লুকিয়ে পরের চিঠি পড়ে, আড়ালে গোয়েন্দাগিরি ক'রে বেড়ায়, তাদের আমরাও ঘৃণা করি। তোমার বাড়ীশুদ্ধ লোকেরই কি এই ব্যবসা?"

যে লোক নিজে অপরাধে মগ্ন হয়ে আছে, তার মুখের এই কথা! কিন্তু আমি নিঃসংশয়ে বল্‌তে পারি, এত বড় স্পর্দ্ধিত আঘাত আমার স্বামী ছাড়া আর কেউ সহ্য করতে পারত না। মহাপ্রভুর শাসন কি অক্ষয়-কবচের মতই যে তাঁর মনটিকে অহর্নিশ ঘিরে রক্ষে করত, আমার এমন তীক্ষ্ণ শূলও থান্ থান্ হয়ে চূর্ণ হ'য়ে প'ড়ে গেল।

একটুখানি ম্লান হেসে বল্‌লেন, "কেমন অন্যমনস্ক হয়ে প'ড়ে ফেলে-ছিলুম, সদু, আমাকে মাপ কর।"

এই প্রথম তিনি আমাকে নাম ধ'রে ডাক্‌লেন।

বল্‌লুম, "মিথ্যে কথা। তা' হ'লে আমার চিঠি আমাকে দিতে। কেন এ খবর লুকিয়েচ, তাও জানি।"

তিনি বল্‌লেন, "শুধু দুঃখ পেতে বই ত না। তাই ভেবেছিলুম, কিছুদিন পরে তোমাকে জানাবো।"

বল্‌লুম, "কেমন ক'রে তুমি হাত গোণো, সে আমার জান্‌তে বাকি নেই। তুমিই কি বাড়ী শুদ্ধ সবাইকে আমার পেছুনে গোয়েন্দা লাগিয়েচ? স্পাই! ইংরেজ-মহিলারা এমন স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখে না, তা জানো?"

ওরে হতভাগী! বল্, বল্, যা' মুখে আসে, ব'লে নে। শান্তি তোর গেছে কোথায়, সবই যে তোলা রইল!

স্বামী স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন,—একটা কথারও জবাব দিলেন না। এখন ভাবি, এত ক্ষমা কর্‌তেও মানুষে পারে!

কিন্তু আমার ভেতরে যত গ্লানি, যত অপমান এত দিন ধীরে ধীরে জমা হয়ে উঠেছিল, একবার মুক্তি পেয়ে তারা কোন মতেই আর ফির্‌তে চাইলে না।

একটু থেমে আবার বল্‌লুম, "আমি হেঁসেলে ঢুক্‌তে—"

তিনি একটুখানি যেন চম্‌কে উঠে মাঝ্‌খানেই ব'লে উঠ্‌লেন, "উঃ, তাই বটে! তাই আমার খাবার ব্যবস্থাটা আবার—"

বল্‌লুম, "সে নালিশ আমার নয়। বাঙালীর ঘরে জন্মেচি ব'লেই যে তোমরা খুঁচে খুঁচে আমাকে তিল তিল ক'রে মার্‌বে, সে অধিকার তোমাদের আমি কিছুতে দেব না, তা' নিশ্চয় জেনো। আমার মামার

বাড়ীতে এখনো ত রান্না-ঘরটা বাকী আছে, আমি তার মধ্যেই আবার ফিরে যাবো। কাল আমি যাচ্ছি।"

স্বামী অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে বল্‌লেন, "যাওয়াই উচিত বটে। কিন্তু, তোমার গয়নাগুলো রেখে যেয়ো।"

শুনে অবাক্ হয়ে গেলুম। এত হীন, এত ছোট স্বামীর স্ত্রী আমি! পোড়া মুখে হঠাৎ হাসি এলো। বল্‌লুম, "সেগুলো কেড়ে নিতে চাও ত, বেশ, আমি রেখেই যাবো।"

প্রদীপের ক্ষীণ আলোতেও স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম, তাঁর মুখখানি যেন শাদা হয়ে গেল। বল্‌লেন, "না না, তোমার কিছু গয়না আমি ভিক্ষে চাচ্ছি। আমার টাকার বড় অনাটন, তাই বাঁধা দেবো।"

কিন্তু এম্‌নি পোড়াকপালী আমি যে, ও-মুখ দেখেও কথাটা বিশ্বেস কর্‌তে পার্‌লুম না। বল্‌লুম, "বাঁধা দাও, বেচে ফ্যালো, যা' ইচ্ছে কোরো; তোমাদের গয়নার ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই।" ব'লে, তখুনি বাক্স খুলে আমার সমস্ত গয়না বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। যে দুগাছি বালা মা দিয়েছিলেন, সেই দুটি ছাড়া গা থেকে পর্য্যন্ত সমস্ত গয়না খুলে ফেলে দিলুম। তাতেও তৃপ্তি হ'ল না, বেনারসী কাপড়, জামা প্রভৃতি যা কিছু এঁরা দিয়েছিলেন, সমস্ত বার ক'রে টান্ মেরে ফেলে দিলুম।

স্বামী পাথরের মত স্থির নির্ব্বাক্ হয়ে ব'সে রইলেন। আমার ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা এম্‌নি বিষিয়ে উঠ্‌ল যে, এক ঘরের মধ্যে থাকাও অসহ্য হয়ে পড়্‌ল। বেরিয়ে এসে অন্ধকার বারান্দায় একধারে আঁচল

পেতে শুয়ে পড়্‌লুম। মনে হ'ল, দোরের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে গেল।

কান্নায় বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল, তবু প্রাণপণে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে মান বাঁচালুম।

কখন্‌ ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানিনে, উঠে দেখি ভোর হয়। ঘরে গিয়ে দেখি, বিছানা খালি, দু'একখানি ছাড়া প্রায় সমস্ত গয়নাই নিয়ে তিনি কখন্‌ বেরিয়ে গেছেন।

সারাদিন তিনি বাড়ী এলেন না। রাত্রি বারোটা বেজে গেল, তাঁর দেখা নেই।

তন্দ্রার মধ্যেও বোধ করি সজাগ ছিলুম। রাত্রি দুটোর পর বাগানের দিকের সেই জানালাটার গায়ে খট্‌-খট্‌ শব্দ শুনেই বুঝ্‌লুম, এ নরেন। কেমন ক'রে যেন আমি নিশ্চয় জান্‌তুম, আজ রাত্রে সে আস্‌বে। স্বামী ঘরে নেই, এ খবর মুক্ত দেবেই, এবং এ সুযোগ সে কিছুতে ছাড়্‌বে না। কোথাও কাছা-কাছি সে যে আছেই, এ যেন আমি ভাবী অমঙ্গলের মত অনুভব কর্‌তুম। নরেন এত নিঃসংশয় ছিল যে, সে অনায়াসে বল্‌লে—"দেরি কোরো না, যেমন আছ বেরিয়ে এসো, মুক্ত খিড়কি খুলে দাঁড়িয়ে আছে।"

বাগান পার হয়ে রাস্তা দিয়ে অনেকখানি অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বস্‌লুম। মা বসুমতী! গাড়ী শুদ্ধ হতভাগীকে সে দিন গ্রাস কর্‌লে না কেন?

কলকাতায় বউবাজারের একটা ছোট্ট বাসায় গিয়ে যখন উঠ্‌লুম, তখন বেলা সাড়ে আট্‌টা। আমাকে পৌঁছে দিয়েই নরেন তার নিজের

বাসায় কিছুক্ষণের জন্য চ'লে গেল। দাসী উপরের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছিল, টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে শুয়ে পড়্‌লুম। আশ্চর্য্য যে, যে কথা কখনও ভাবিনি, সমস্ত ভাবনা ছেয়ে সেই কথাই আমার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। আমি ন'বছর বয়সে একবার জলে ডুবে যাই, অনেক যত্ন-চেষ্টার পরে জ্ঞান হ'লে মায়ের হাত ধ'রে ঘরের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। মা শিয়রে ব'সে একহাতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, একহাতে পাখার বাতাস করেছিলেন,—মায়ের মুখ, আর তাঁর সেই পাখা নিয়ে হাত নাড়াটা ছাড়া সংসারে আর যেন আমার কিছু রইল না।

দাসী এসে বল্‌লে, "বউমা, কলের জল চ'লে যাবে, উঠে চান ক'রে নাও।"

স্নান ক'রে এলুম, উড়ে বামুন ভাত দিয়ে গেল। মনে হয় কিছু খেয়েও ছিলুম, কিন্তু, উঠ্‌তে না উঠ্‌তে সমস্ত বমি হয়ে গেল। তার পরে হাত-মুখ ধুয়ে নির্জ্জীবের মত বিছানায় এসে শুয়ে পড়্‌বামাত্রই বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

স্বপ্ন দেখ্‌লুম, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া কর্‌চি। তিনি তেম্‌নি নীরবে ব'সে আছেন, আর আমি গায়ের গয়না খুলে খুলে তাঁর গায়ে ছুঁড়ে ফেল্‌চি; কিন্তু গয়নাগুলোও আর ফুরোয় না, আমার ছুঁড়ে ফেলাও থামে না। যত ফেলি, ততই যেন কোথা থেকে গয়নায় সর্ব্বাঙ্গ ভরে ওঠে!

হঠাৎ হাতের ভারি অনন্তটা ছুঁড়ে ফেল্‌তেই সেটা সজোরে গিয়ে তাঁর কপালে লাগ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ বুজে শুয়ে পড়্‌লেন, আর সেই ফাটা কপাল থেকে রক্তর ধারা ফিন্‌কি দিয়ে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেক্‌তে লাগ্‌ল!

এমন ক'রে কতক্ষণ যে কেটেছিল, আর কতক্ষণ যে কাট্‌তে পার্‌ত, বল্‌তে পারিনে। যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, তখন চোখের জলে বালিস-বিছানা ভিজে গেছে।

চোখ চেয়ে দেখি, তখনও অনেক বেলা আছে, আর নরেন পাশে ব'সে আমাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙ্গাচ্ছে।

সে বল্‌লে, "স্বপন দেখ্‌ছিলে? ইস্, এ হয়েছে কি!" ব'লে কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে।

স্বপন? এক মুহূর্ত্তে মনটা যেন স্বস্তিতে ভ'রে গেল।

চোখ রোগ্‌ড়ে উঠে ব'সে দেখ্‌লুম, সুমুখেই মস্ত একটা কাগজে মোড়া পার্শ্বেল।

"ও কি?"

"তোমার জামা-কাপড় সব কিনে আন্‌লুম।"

"তুমি কিন্‌তে গেলে কেন?"

নরেন একটু হেসে বল্‌লে, "আমি ছাড়া আর কে কিন্‌বে?"

* * * * *

* * * * *

এত কান্না আমি আর কখনো কাঁদিনি। নরেন বল্‌লে, "আচ্ছা, পা ছেড়ে উঠে বোস্ বোন্, আমি দিব্যি কর্‌চি, আমরা এক মায়ের পেটের ভাই বোন্। তোকে আমি যত ভালই বাসিনে কেন, তবু আমি আমার কাছ থেকে তোকে চিরকাল রক্ষে কর্‌ব।"

"চিরকাল! না না, তাঁর পায়ের ওপর আমাকে তোমরা ফেলে দিয়ে চ'লে এসো, নরেন দাদা, আমার অদৃষ্টে যা হবার তা' হোক্।

কাল সমস্ত রাত্রি তাঁকে চোখে দেখিনি, আজ আবার সমস্ত রাত্রি দেখ্‌তে না পেলে যে আমি ম'রে যাবো ভাই!"

দাসী ঘরে প্রদীপ দিয়ে গেল। নরেন উঠে গিয়ে একটা মোড়ার ওপর ব'সে বল্‌লে, "মুক্তর কাছে আমি সমস্তই শুনেচি! কিন্তু তাঁকে যদি এতই ভালবাস্‌তে, কোন দিন এক সঙ্গে ত'—"

তাড়াতাড়ি বল্‌লুম, "তুমি আমার বড় ভাই, এ সব কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞেসা কোরো না।"

নরেন খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে বল্‌লে, "আমি আজই তোমাকে তোমাদের বাগানের কাছে রেখে আস্‌তে পারি, কিন্তু, তিনি কি তোমাকে নেবেন? তখন গ্রামের মধ্যে তোমার কি দুর্গতি হবে বল ত?"

বুকের ভেতরটা কে যেন দুহাতে পাকিয়ে মুচ্‌ড়ে দিলে, কিন্তু, তখ্‌খুনি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লুম, "ঘরে নেবেন না, সে জানি, কিন্তু, তিনি যে আমাকে মাপ কর্‌বেন, তাতে ত কোন সন্দেহ নেই। যত বড় অপরাধ হোক্, সত্যি সত্যি মাপ চাইলে তাঁর না বল্‌বার যো নেই, এ যে আমি তাঁর মুখেই শুনেচি, ভাই! আমাকে তুমি তাঁর পায়ের তলায় রেখে এসো, নরেন দা, ভগবান্ তোমাকে রাজ্যেশ্বর কর্‌বেন, আমি কায়মনে বল্‌চি।"

মনে করেছিলুম, আর চোখের জল ফেল্‌বো না, কিন্তু কিছুতে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লুম না, আবার ঝর্ ঝর্ ক'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল! নরেন মিনিটখানেক চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "সদু, তুমি কি সত্যিই ভগবান্ মানো?"

আজ চরম দুঃখে মুখ দিয়ে পরম সত্য বার হয়ে গেল ; বল্লুম, "মানি। তিনি আছেন ব'লেই ত এত ক'রেও ফিরে যেতে চাইচি। নইলে, এইখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম, নরেন দাদা, ফিরে যাবার কথা মুখে আনতুম না।"

নরেন বল্লে, "কিন্তু, আমি ত মানিনে।"

তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্লুম ,"আমি বল্‌চি, আমার মত তুমিও একদিন নিশ্চয় মান্‌বে।"

"সে তখন বোঝা যাবে" ব'লে নরেন গম্ভীর-মুখে ব'সে রইল। মনে মনে কি যেন ভাব্‌চে বুঝতে পেরে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠ্লুম। আমার এক মিনিট দেরী সইছিল না, বল্লুম, "আমাকে কখন্ রেখে আস্‌বে, নরেন দাদা ?"

নরেন মুখ তুলে ধীরে ধীরে বল্লে, "সে কখ্‌খনো তোমাকে নেবে না।"

"সে চিন্তা কেন করচ ভাই ? নিন্ না নিন্, সে তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু, আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন, এ কথা নিশ্চয় বল্‌তে পারি।"

"ক্ষমা ! না নিলে ক্ষমা করা, না করা দুই-ই সমান। তখন তুমি কোথায় যাবে বল ত ? সমস্ত পাড়ার মধ্যে কত বড় একটা বিশ্রী হৈ-চৈ গণ্ডগোল প'ড়ে যাবে, একবার ভেবে দেখ দিকি !"

ভয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লুম, "সে ভাব্‌না তুমি এতটুকু কোরো না নরেন দাদা ! তখন তিনিই আমার উপায় কোরে দেবেন।"

নরেন আবার কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বল্লে, "আর তোমারই না হয় একটা উপায় করবেন, কিন্তু আমার ত করবেন না ! তখন ?"

এ কথার কি যে জবাব দেব, ভেবে পেলুম না। বল্‌লুম, "তাতেই বা তোমার ভয় কি?"

নরেন ম্লানমুখে জোর ক'রে একটু হেসে বল্‌লে, "ভয়? এমন কিছু নয়, ৫।৭ বছরের জন্যে জেল খাট্‌তে হবে। শেষকালে এমন কোরে তুমি আমাকে ডোবাবে জান্‌লে আমি এতে হাতই দিতুম না। মনের এতটুকু স্থির নেই, এ কি ছেলেখেলা?"

আমি কেঁদে ফেলে বল্‌লুম, "তবে আমার উপায় কি হবে ভাই? আমার সমস্ত অপরাধ তাঁর পায়ে নিবেদন না কোরে ত আমি কিছুতে বাঁচ্‌ব না!"

নরেন দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "শুধু নিজের কথাই ভাব্‌চ, আমার বিপদ্ ত ভাব্‌চ না? এখন সব দিক্ না বুঝে আমি কোন কাজ কর্‌তে পার্‌ব না।"

"ও কি, তুমি কি বাসায় যাচ্চ না কি?"

"হুঁ।"

রাগে, দুঃখে, হতাশ্বাসে আমি মাটীতে লুটিয়ে প'ড়ে মাথা কুটে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম, "তুমি সঙ্গে না যাও, এইখান থেকে আমার যাবার উপায় ক'রে দাও, আমি একলা ফিরে যাবো। ওগো, আমি তাঁর দিব্যি কোরে বল্‌চি, আমি কারুর নাম কর্‌ব না—কাউকে বিপদে জড়াবো না, সমস্ত শাস্তি একা মাথা পেতে নেব। তোমার দুটি পায়ে পড়ি নরেন দা, আমাকে আট্‌কে রেখে আমার আর সর্ব্বনাশ কোরো না।"

মুখ তুলে দেখি, ঘরে সে নেই—পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেছে।

ছুটে গিয়ে সদর-দরজায় দেখি, তালা বন্ধ। উড়ে বামুন বল্‌লে, "বাবু চাবি নিয়ে চ'লে গেছেন, কা'ল সকালে এসে খুলে দেবেন।"

ঘরে ফিরে এসে আর একবার মাটীর ওপর লুটিয়ে প'ড়ে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লুম, "ভগবান্! কখনো তোমাকে ডাকিনি, আজ ডাক্‌চি, তোমার এই একান্ত নিরুপায় মহাপাপিষ্ঠা সন্তানের গতি ক'রে দাও!"

আমার সে ডাক যে কত প্রচণ্ড, তার শক্তি যে কি দুর্নিবার, আজ সে শুধু আমিই জানি।

তবু সাত দিন কেটে গেল। কিন্তু, কেমন কোরে যে কাট্‌ল, সে ইতিহাস বল্‌বার আমার সামর্থ্যও নেই, ধৈর্য্যও নেই। সে যাক্।

বিকেলবেলায় আমার ওপরের ঘরের জানালায় ব'সে নীচে গলির পানে তাকিয়ে ছিলুম। আফিসের ছুটি হয়ে গেছে—সারাদিনের খাটুনির পর বাবুরা বাড়ীমুখো—হন্ হন্ কোরে চলেচে। অধিকাংশই সামান্য গৃহস্থ। তাদের বাড়ীর ছবি আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠ্‌ল। বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে এখন সব চেয়ে কারা যে বেশি ব্যস্ত, জলখাবার সাজাতে, চা তৈরি কর্‌তে সব চেয়ে কারা বেশি ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্চে, সেটা মনে হতেই বুকের ভেতরটা ধক্ কোরে উঠ্‌ল। মনে পড়্‌ল, তিনিও সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরে এলেন। কোথায় কাপড়, কোথায় গামছা, কোথায় জল! ডাকা-ডাকির পর কেউ হয় ত সাড়াও দিলে না। তার পরে, হয় ত, মেজ ... খাবারের সঙ্গে তাঁরও একটুখানি জল-খাবারের জোগাড় মেজ

বৌ ক'রে রেখেচে, না হয় ভুলেই গেছে! আমি ত আর নেই,—ভুল্‌তে ভয়ই বা কি! হয় ত বা শুধু এক গেলাস জল চেয়ে খেয়ে ময়লা বিছানাটা কোঁচা দিয়ে একটু ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়্‌লেন! তার পরে রাত দুপুরে দুটো শুক্‌নো—ঝর্‌ঝরে ভাত, আর একটু ভাতে পোড়া। ও-বেলার একটুখানি ডাল হয় ত বা আছে, হয় ত বা উঠে গেছে। সকলের দিয়ে থুয়ে দুধ একটু বাঁচে ত সে পরম ভাগ্য! নিরীহ ভাল মানুষ, কাউকে কড়া কথা বল্‌তে পারেন না, কারো ওপর রাগ দেখাতে জানেন না—

ওরে মহাপাতকী! এত বড় নিষ্ঠুর মহাপাপ তোর চেয়ে বেশি সংসারে কেউ কি কোন দিন করেছে? ইচ্ছে হ'ল, এই লোহার গরাদেতে মাথাটা ছেঁচে ফেলে সমস্ত ভাবনা-চিন্তের এইখানেই শেষ ক'রে দিই।

বোধ করি, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন দিকেই চোখ ছিল না, হঠাৎ কড়ানাড়ার শব্দে চম্‌কে উঠে দেখি, সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে নরেন আর মুক্ত। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে নীচের বিছানায় উঠে এসে বস্‌লুম। সেই দিন থেকে নরেন আর আসেনি। আমার সমস্ত মন যে কোথায় প'ড়ে আছে, সে নিঃসংশয়ে বুঝ্‌তে পেরেছিল ব'লে ভয়ে এ দিক্ মাড়াত না। তার নিশ্চয় ধারণা জন্মেছিল, বিপদে পড়্‌লে স্বামীর বিরুদ্ধে আমি তার কোন উপকারেই লাগ্‌ব না। তাই তার ভয়ও যেমন হয়েছিল, রাগও তেমনি হয়েছিল। ঘ[illegible] ঢুকে আমার দিকে চেয়েই দু'জনে একসঙ্গে চম্‌কে উঠ্‌ল, বল্‌লে—

"তোমার এত অসুখ করেছিল ত আমাকে খবর দাওনি কেন? তোমার বামুনটা ত আমার বাসা চেনে?"

ঝি দালানে ঝাঁট দিচ্ছিল, সে থপ্ কোরে ব'লে বস্‌ল, "অসুখ কর্‌বে কেন? শুধু জল খেয়ে থাক্‌লে মানুষ রোগা হবে না বাবু? দু'টি বেলা দেখ্‌চি, ভাতের থালা যেমন বাড়া হয়, তেম্‌নি প'ড়ে থাকে। অর্দ্ধেক দিন ত হাতও দেন না।" শুনে দুজনেই স্তব্ধ হয়ে আমার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যার পর নরেন বাসায় চ'লে গেলে মুক্তকে বুকে টেনে নিয়ে বল্‌লুম, "কেমন আছেন তিনি?"

মুক্ত কেঁদে ফেল্‌লে। বল্‌লে,—

"অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই বউ মা, নইলে এমন সোনার সোয়ামীর ঘর কর্‌তে পেলে না?"

"তুই ত ঘর কর্‌তে দিলিনে মুক্ত!"

মুক্ত চোখ মুছে বল্‌লে,—

"মনে হ'লে বুকের ভেতরটায় যে কি কর্‌তে থাকে, সে আর তোমাকে কি বোল্‌ব? বাবু ছাড়া আজও সবাই জানে, তুমি বাড়ী পোড়ার খবর পেয়ে রাত্তিরেই রাগারাগি ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেছ। তোমার শাশুড়ী ত তাঁর হুকুম নেওয়া হয় নি ব'লে রাগ কোরে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তাই বন্ধ ক'রে দিয়েচে। মাগী কি বজ্জাত, মা, কি বজ্জাত! যে কষ্টটা বাবুকে দিচ্চে, দেখ্‌লে পাষাণের দুঃখ হয়! সাধে কি আর তুমি ঝগড়া কর্‌তে বউ মা!"

"ঝগ্‌ড়া করা আমার চিরকালের জন্য ঘুচে গেছে!" বল্‌তে গিয়ে সত্যি সত্যি যেন দম্ আট্‌কে এলো।

আজ মুক্তর কাছে শুন্‌তে পেলুম, আমাদের পোড়া বাড়ী আবার মেরামত হচ্ছে, তিনি টাকা দিয়েছেন। হয় ত সেই জন্যই আমার গহনাগুলো হঠাৎ বাঁধা দেবার তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল।

বল্‌লুম, "বল্ মুক্ত, সব বল্। যত রকমের বুক-ফাটা খবর আছে, সমস্ত আমাকে একটি একটি কোরে শোনা—এতটকু দয়া তোরা আমাকে করিস্‌নে।"

মুক্ত বল্‌লে,—

"এ বাড়ীর ঠিকানা তিনি জানেন—"

শিউরে উঠে বল্‌লুম,—

"কি কোরে?"

"মাসখানেক আগে যখন এ বাড়ী তোমার জন্যেই ভাড়া নেওয়া হয়, তখন আমি জান্‌তুম।"

"তার পর?"

"একদিন নদীর ধারে নরেন বাবুর সঙ্গে আমাকে লুকিয়ে কথা কইতে তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন।"

"তার পর?"

"বামুনের পা ছুঁয়ে মিথ্যে বল্‌তে পার্‌লুম না বৌমা,—চ'লে আস্‌বার দিন এ বাসার ঠিকানা ব'লে ফেল্‌লুম।"

এলিয়ে মুক্তর কোলের ওপরই চোক বুজে শুয়ে পড়্‌লুম।

অনেকক্ষণ পরে মুক্ত বল্‌লে,—

"বউ মা!"

"কেন মুক্ত?"

"যদি তিনি নিজে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসে পড়েন?"

প্রাণপণ বলে উঠে বোসে মুক্তর মুখ চেপে ধর্‌লুম—"না মুক্ত, ও কথা তোকে আমি বল্‌তে দেব না। আমার দুঃখ আমাকে সজ্ঞানে বইতে দে, পাগল কোরে দিয়ে আমার প্রায়শ্চিত্তের পথ তুই বন্ধ ক'রে দিস্‌নে—"

মুক্ত জোর ক'রে তার মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে, "আমাকেও ত প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে বউ মা? টাকার সঙ্গে ত একে ওজন কোরে ঘরে তুল্‌তে পার্‌ব না!"

এ কথার আর জবাব দিলুম না, চোখ বুজে শুয়ে পড়্‌লুম। মনে মনে বল্‌লুম,—

"ওরে মুক্ত, পৃথিবী এখনও পৃথিবীই আছে। আকাশ-কুসুমের কথা কানেই শোনা যায়, তাকে ফুট্‌তে কেউ আজও চোখে দেখেনি।"

ঘণ্টাখানেক পরে মুক্ত নীচে থেকে ভাত খেয়ে যখন ফিরে এলো, তখন রাত্রি দশটা। ঘরে ঢুকেই বল্‌লে,—

"মাথায় আঁচলটা তুলে দাও বউ মা, বাবু আস্‌চেন," ব'লেই বেরিয়ে গেল।

আবার এত রাত্রে? তাড়াতাড়ি কাপড় সেরে উঠে বস্‌তেই দেখ্‌লুম, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নরেন নয়,—আমার স্বামী।

বল্‌লেন, "তোমাকে কিছুই বল্‌তে হবে না। আমি জানি, তুমি আমারই আছ। বাড়ী চল।"

মনে মনে বল্‌লুম, "ভগবান্! এত যদি দিলে, তবে আরও একটু দাও—ওই দুটি পায়ে মাথা রাখ্‌বার সময়টুকু পর্য্যন্ত আমাকে সচেতন রাখো।"

একাদশী বৈরাগী

কালীদহ গ্রামটা ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। ইহার গোপাল মুখুয্যের ছেলে অপূর্ব্ব ছেলেবেলা হইতেই ছেলেদের মোড়ল ছিল। এবার সে যখন বছর পাঁচ-ছয় কলিকাতার মেসে থাকিয়া অনার সমেত বি-এ পাশ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন গ্রামের মধ্যে তাহার প্রসার-প্রতিপত্তির আর অবধি রহিল না। গ্রামের মধ্যে জীর্ণ-শীর্ণ একটা হাইস্কুল ছিল,—তাহার সমবয়সীরা ইতিমধ্যে ইহাতেই পাঠ সাঙ্গ করিয়া, সন্ধ্যাহ্নিক ছাড়িয়া দিয়া, দশআনা-ছ'আনা চুল ছাঁটিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু, কলিকাতা-প্রত্যাগত এই গ্র্যাজুয়েট ছোকরার মাথার চুল সমান করিয়া তাহারই মাঝখানে একখণ্ড নধর টিকির সংস্থান দেখিয়া, শুধু ছোকরা কেন, তাহাদের বাবাদের পর্য্যন্ত বিস্ময়ে তাক্ লাগিয়ে গেল। সহরের সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া, জ্ঞানী লোকদিগের বক্তৃতা শুনিয়া, অপূর্ব্ব সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অনেক নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া দেশে গিয়াছিল। এখন সঙ্গীদের মধ্যে ইহাই মুক্ত-কণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিল যে, এই হিন্দুধর্ম্মের মত এমন সনাতন ধর্ম্ম আর নাই; কারণ, ইহার প্রত্যেক ব্যবস্থাই বিজ্ঞান-সম্মত। টিকির বৈদ্যুতিক উপযোগিতা,

দেহরক্ষা ব্যাপারে সন্ধ্যাহ্নিকের পরম উপকারিতা, কাঁচকলা ভক্ষণের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বহুবিধ অপরিজ্ঞাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া গ্রামের ছেলে-বুড়া-নির্ব্বিশেষে অভিভূত হইয়া গেল, এবং তাহার ফল হইল এই যে, অনতিকালমধ্যেই ছেলেদের টিকি হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, একাদশী, পূর্ণিমা ও গঙ্গাস্নানের ঘটায় বাড়ীর মেয়েরাও হার মানিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার, দেশোদ্ধার ইত্যাদির জল্পনায়, কল্পনায় যুবকমহলে একেবারে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। বুড়ারা বলিতে লাগিল, হাঁ, গোপাল মুখুয্যের বরাত বটে! মা কমলারও যেমন সুদৃষ্টি, সন্তান জন্মিয়াছেও তেম্‌নি। না হইলে আজকালকার কালে এতগুলা ইংরাজি পাশ করিয়াও এই বয়সে এমন ধর্ম্মে মতিগতি কয়টা দেখা যায়! সুতরাং দেশের মধ্যে অপূর্ব্ব একটা অপূর্ব্ব বস্তু হইয়া উঠিল। তাহার হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারিণী, ধূমপান-নিবারিণী ও দুর্নীতি-দলনী—এই তিন-তিনটা সভার আস্ফালনে গ্রামের চাষাভূষার দল পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পাঁচকড়ি তেওর তাড়ি খাইয়া তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিল শুনিতে পাইয়া, অপূর্ব্ব সদলবলে উপস্থিত হইয়া পাঁচকড়িকে এমনি শাসিত করিয়া দিল যে, পরদিন পাঁচকড়ির স্ত্রী স্বামী লইয়া বাপের বাড়ী পলাইয়া গেল। ভগা কাওরা অনেক রাত্রে বিল হইতে মাছ ধরিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে, গাঁজার ঝোঁকে নাকি বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর গান গাহিয়া যাইতেছিল; ব্রাহ্মণপাড়ার অবিনাশের কানে যাওয়ায়, সে তাহার নাক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া তবে ছাড়িয়া দিল। দুর্গা ডোমের ১৪।১৫ বছরের ছেলে বিড়ি খাইয়া মাঠে যাইতেছিল; অপূর্ব্বর দলের ছোক্‌রার চোখে পড়ায়, সে তাহার পিঠের উপর সেই জলন্ত বিড়ি চাপিয়া ধরিয়া

ফোস্কা তুলিয়া দিল। এম্‌নি করিয়া অপূর্ব্বর হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারিণী ও দুর্নীতি-দলনী সভা ভানুমতীর আমগাছের মত সদ্যসদ্যই ফুলেফলে কালী-দহ গ্রামটাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এইবার গ্রামের মানসিক উন্নতির দিকে নজর দিতে গিয়া অপূর্ব্বর চোখে পড়িল যে, ইস্কুলের লাইব্রেরীতে শশিভূষণের দেড়খানা মানচিত্র ও বঙ্কিমের আড়াই-খানা উপন্যাস ব্যতীত আর কিছু নাই। এই দীনতার জন্য সে হেড-মাষ্টারকে অশেষরূপে লাঞ্ছিত করিয়া, অবশেষে নিজেই লাইব্রেরী গঠন করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। তাহার সভাপতিত্বে চাঁদার খাতা, আইন-কানুনের তালিকা এবং পুস্তকের লিষ্ট তৈরি হইতে বিলম্ব হইল না। এতদিন ছেলেদের ধর্ম্ম-প্রচারের উৎসাহ গ্রামের লোকেরা কোন-মতে সহিয়াছিল; কিন্তু, দুই-এক দিনের মধ্যেই তাহাদের চাঁদা আদা-য়ের উৎসাহ গ্রামের ইতর-ভদ্র গৃহস্থের কাছে এমনি ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, খাতা-বগলে ছেলে দেখিলেই তাহারা বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বেশ দেখা গেল, গ্রামে ধর্ম্ম-প্রচার ও দুর্নীতি-দলনের রাস্তা যতখানি চওড়া পাওয়া গিয়াছিল, লাইব্রেরীর জন্য অর্থসংগ্রহের পথ তাহার শতাংশের একাংশও প্রশস্ত নয়। অপূর্ব্ব কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ একটা ভারি সুরাহা চোখে পড়িল। ইস্কুলের অদূরে একটা পরিত্যক্ত, পোড়ো ভিটার প্রতি এক-দিন অপূর্ব্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শোনা গেল, ইহা একাদশী বৈরাগীর। অনুসন্ধান করিতে জানা গেল, লোকটা কি একটা গর্হিত সামাজিক অপরাধ করায় গ্রামের ব্রাহ্মণেরা তাহার ধোপা-নাপিত-মুদী প্রভৃতি বন্ধ করিয়া বছর-দশেক পূর্ব্বে উদ্বাস্ত করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।

এখন সে ক্রোশ-দুই উত্তরে বারুইপুর গ্রামে বাস করিতেছে। লোকটা না কি টাকার কুমীর; কিন্তু তাহার সাবেক নাম যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না,—হাঁড়ি-ফাটার ভয়ে বহুদিনের অব্যবহারে মানুষের স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে। তদবধি এই একাদশী নামেই বৈরাগী মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ। অপূর্ব্ব তাল ঠুকিয়া কহিল, টাকার কুমীর! সামাজিক কদাচার! তবে ত এই ব্যাটাই লাইব্রেরীর অর্দ্ধেক ভার বহন করিতে বাধ্য! না হইলে সেখানের ধোপা, নাপিত, মুদীও বন্ধ! বারুইপুরের জমীদার ত দিদির মামাশ্বশুর!

ছেলেরা মাতিয়া উঠিল, এবং অবিলম্বে ডোনেশনের খাতায় বৈরাগীর নামের পিছনে একটা মস্ত অঙ্কপাত হইয়া গেল। একাদশীর কাছে টাকা আদায় করা হইবে, না হইলে অপূর্ব্ব তাহার দিদির মামাশ্বশুরকে বলিয়া বারুইপুরেও ধোপা-নাপিত বন্ধ করিবে, সংবাদ পাইয়া রসিক স্মৃতিরত্ন লাইব্রেরীর মঙ্গলার্থে উপযাচক হইয়া পরামর্শ দিয়া গেলেন যে, বেশ একটু মোটা টাকা না দিলে, মহাপাপী ব্যাটা কালীদহে বাস্তু কি করিয়া রক্ষা করে, দেখিতে হইবে। কারণ, বাস না করিলেও এই বাস্তভিটার উপর একাদশীর যে অত্যন্ত মমতা, স্মৃতিরত্নের তাহা অগোচর ছিল না। যেহেতু, বছর-দুই পূর্ব্বে এই জমীটুকু খরিদ করিয়া নিজের বাগানের অঙ্গীভূত করিবার অভিপ্রায়ে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রস্তাবে তখন একাদশী অত্যন্ত সাধু ব্যক্তির ন্যায় কানে আঙুল দিয়া বলিয়াছিল, "এমন অনুমতি করবেন না ঠাকুর মশাই, ঐ এক ফোঁটা জমীর বদলে ব্রাহ্মণের কাছে দাম নিতে আমি কিছুতেই পারব না। ব্রাহ্মণের সেবায় লাগবে, এ তো আমার

সাত-পুরুষের ভাগ্য।” স্মৃতিরত্ন নিরতিশয় পুলকিত-চিত্তে তাহার দেব-দ্বিজে ভক্তি-শ্রদ্ধার লক্ষকোটি সুখ্যাতি করিয়া অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করার পরে, একাদশী করযোড়ে সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিল—“কিন্তু এমনি পোড়া অদৃষ্ট, ঠাকুর-মশাই, যে, সাত-পুরুষের ভিটে আমার কিছুতে হাতছাড়া কর্‌বার জো নেই। বাবা মরণকালে মাথার দিব্যি দিয়ে ব’লে গিয়েছিলেন, খেতেও যদি না পাস্‌ বাবা, বাস্তু-ভিটে কখনো ছাড়িস্‌ নে!” ইত্যাদি ইত্যাদি। সে আক্রোশ স্মৃতিরত্ন বিস্মৃত হন নাই।

দিন-পাঁচেক পরে একদিন সকালবেলা এই ছেলের দলটি দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একাদশীর সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীটি মাটীর, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখিলে মনে হয়, লক্ষ্মীশ্রী আছে। অপূর্ব্ব কিংবা তাহার দলের আর কেহ একাদশীকে পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই; সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপে পা দিয়াই তাহাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। এ লোক টাকার কুমীরই হোক, হাঙ্গরই হোক, লাইব্রেরীর সম্বন্ধে যে পুঁটি-মাছটির উপকারে আসিবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। একাদশীর পেশা তেজারতি। বয়স ষাটের উপর গিয়াছে। সমস্ত দেহ যেমন শীর্ণ, তেমনি শুষ্ক। কণ্ঠভরা তুলসীর মালা। দাড়ি-গোঁফ-কামানো মুখখানার প্রতি চাহিলে মনে হয় না যে, কোথাও ইহার লেশমাত্র রসকস আছে। ইক্ষু যেমন নিজের রস কলের পেষণে বাহির করিয়া দিয়া, অবশেষে নিজেই ইন্ধন হইয়া তাহাকে জ্বালাইয়া শুষ্ক করে, এ ব্যক্তিও যেন তেমনি মানুষকে পুড়াইয়া শুষ্ক করিবার জন্যই নিজের সমস্ত মনুষ্যত্বকে নিঙড়াইয়া বিসর্জ্জন দিয়া ‘মহাজন’ হইয়া বসিয়া আছে।

তাহার শুধু চেহারা দেখিয়াই অপূর্ব্ব মনে-মনে দমিয়া গেল। চণ্ডী-মণ্ডপের উপর ঢালা বিছানা। মাঝখানে একাদশী বিরাজ করিতেছে। তাহার সম্মুখে একটা কাঠের হাত-বাক্স, এবং একপাশে থাক-দেওয়া হিসাবের খাতাপত্র। একজন বৃদ্ধ-গোছের গমস্তা খালিগায়ে পৈতার গোছা গলায় ঝুলাইয়া শ্লেটের উপর সুদের হিসাব করিতেছে; এবং সম্মুখে, পার্শ্বে, বারান্দায়, খুঁটির আড়ালে নানা বয়সের নানা অবস্থার স্ত্রী-পুরুষ ম্লান মুখে বসিয়া আছে। কেহ ঋণ গ্রহণ করিতে, কেহ সুদ দিতে, কেহ বা শুধু সময় ভিক্ষা করিতেই আসিয়াছে;—কিন্তু ঋণ-পরিশোধের জন্য কেহ যে বসিয়া ছিল, তাহা কাহারও মুখ দেখিয়া মনে হইল না।

অকস্মাৎ কয়েকজন অপরিচিত ভদ্রসন্তান দেখিয়া একাদশী বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিল। গমস্তা শ্লেটখানা রাখিয়া দিয়া কহিল, "কোত্থেকে আস্‌চেন?"

অপূর্ব্ব কহিল, "কালীদহ থেকে।"

"মশায়, আপনারা?"

"আমরা সবাই ব্রাহ্মণ।"

ব্রাহ্মণ শুনিয়া একাদশী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় ঝুঁকাইয়া প্রণাম করিল; কহিল, "বোস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌।"

সকলে উপবেশন করিলে একাদশী নিজেও বসিল। গমস্তা প্রশ্ন করিল, "আপনাদের কি প্রয়োজন?"

অপূর্ব্ব লাইব্রেরীর উপকারিতা সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া চাঁদার কথা পাড়িতে গিয়া দেখিল, একাদশীর ঘাড় আর-

একদিকে ফিরিয়া গিয়াছে। সে খুঁটির আড়ালের স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, "তুমি কি ক্ষেপে গেলে হারুর মা? সুদ ত হয়েছে কুল্‌লে সাত টাকা দু-আনা; তার দু-আনাই যদি ছাড়্ ক'রে নেবে, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে জিভ বের কোরে মেরে ফেল না কেন?"

তাহার পরে উভয়েই এম্‌নি ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করিয়া দিল—যেন এই দু'আনা পয়সার উপরেই তাহাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। কিন্তু হারুর মাও যেমন স্থিরসঙ্কল্প, একাদশীও তেমনি অটল। দেরি হইতেছে দেখিয়া, অপূর্ব্ব উভয়ের বাক্‌বিতণ্ডার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, "আমাদের লাইব্রেরীর কথাটা"—

একাদশী মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, এই যে শুনি;—হাঁ রে নফর, তুই কি আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবোতে চাস্ রে? সে দু'টাকা এখনো শোধ দিলিনে, আবার এক টাকা চাইতে এসেছিস্ কোন্ লজ্জায় শুনি? বলি সুদটুদ কিছু এনেচিস্?"

নফর ট্যাঁক খুলিয়া এক আনা পয়সা বাহির করিতেই একাদশী চোখ রাঙাইয়া কহিল, "তিন মাস হয়ে গেল না রে? আর দুটো পয়সা কই?"

নফর হাত-যোড় করিয়া বলিল, "আর নেই কর্ত্তা; ধাড়ার-পোর কত হাতে-পায়ে পোড়ে পয়সা চারিটি ধার কোরে আন্‌চি, বাকি দুটো পয়সা আস্‌চে হাট-বারেই দিয়ে যাবো।"

একাদশী গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল, "দেখি তোর ওদিকের ট্যাঁকটা?"

নফর বাঁ দিকের ট্যাঁকটা দেখাইয়া অভিমানভরে কহিল, "ছুটো পয়সার জন্য মিছে কথা কইচি কর্ত্তা? যে শালা পয়সা এনেও তোমারে ঠকায়, তার মুখে পোকা পড়ুক—এই ব'লে দিলুম।"

একাদশী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তুই চারটে পয়সা ধার কোরে আন্‌তে পার্‌লি, আর ছুটো অম্‌নি ধার কর্‌তে পার্‌লিনে?"

নফর রাগিয়া কহিল, "মাইরি দিলাশা কর্‌লুম না কত্তা? মুখে পোকা পড়ুক"—

অপূর্ব্বর গা জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা লোক ত তুমি মশাই!"

একাদশী একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র,—কোন কথা কহিল না। পরাণ বাগ্‌দী সুমুখের উঠান দিয়া যাইতেছিল; একাদশী হাত নাড়িয়া ডাকিয়া বলিল, "পরাণ, নফ্‌রার কাছাটা এক্‌বার খুলে দেখ্ ত রে, পয়সা ছুটো বাঁধা আছে না কি?"

পরাণ উঠিয়া আসিতেই নফর রাগ করিয়া তাহার কাছার খুঁটে বাঁধা পয়সা ছুটো খুলিয়া একাদশীর সুমুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। একাদশী এই বেয়াদপিতে কিছুমাত্র রাগ করিল না। গম্ভীর মুখে পয়সা ছয়টা বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া গমস্তাকে কহিল, "ঘোষাল মশাই, নফরার নামে সুদ আদায় জমা ক'রে নেন। হাঁ রে, একটা টাকা কি আবার কোর্‌বি রে?"

নফর কহিল, "আবশ্যক না হলেই কি এয়েচি মশাই?"

একাদশী কহিল, "আট আনা নিয়ে যা না। গোটা টাকা নিয়ে গেলেই ত নয়-ছয় ক'রে ফেল্‌বি রে!"

তার পরে অনেক কথা-মাজা করিয়া নফর মোড়ল বারো আনা পয়সা কর্জ্জ লইয়া প্রস্থান করিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিতেছিল। অপূর্ব্বর সঙ্গী অনাথ চাঁদার খাতাটা একাদশীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "যা দেবেন দিয়ে দিন মশাই, আমরা আর দেরি করতে পারিনে।"

একাদশী খাতাটা তুলিয়া লইয়া প্রায় পোনর মিনিট ধরিয়া আগাগোড়া তন্নতন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া, শেষে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া খাতাটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "আমি বুড়ো মানুষ, আমার কাছে আবার চাঁদা কেন?"

অপূর্ব্ব কোনমতে রাগ সামলাইয়া কহিল, "বুড়ো মানুষ টাকা দেবে না ত কি ছোট ছেলেতে টাকা দেবে? তারা পাবে কোথায় শুনি?"

বুড়া সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, "ইস্কুল ত হয়েচে ২০।২৫ বছর; কৈ, এতদিন ত কেউ লাইব্রেরীর কথা তোলে নি বাপু? তা যাক্, এ তো আর মন্দ কাজ নয়,—আমাদের ছেলেপুলে বই পড়ুক আর না পড়ুক, আমার গাঁয়ের ছেলেরাই পড়্বে ত! কি বল ঘোষাল মশাই?" ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া কি যে বলিল, বোঝা গেল না। একাদশী কহিল, "তা বেশ, চাঁদা দেব আমি,—একদিন এসে নিয়ে যাবেন চার আনা পয়সা। কি বল ঘোষাল, এর কমে আর ভাল দেখায় না! অতদূর থেকে ছেলেরা এসে ধরেচে—যা'হোক্ একটু নাম-ডাক আছে বলেই ত? আরও ত লোক আছে, তাদের কাছে ত চাইতে যায় না,—কি বল হে?"

ক্রোধে অপূর্ব্বর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অনাথ কহিল, "এই

চার আনার জন্যে আমরা এতদূরে এসেচি ? তাও আবার আর একদিন এসে নিয়ে যেতে হবে ?" একাদশী মুখে একটা শব্দ করিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "দেখ্‌লেন ত অবস্থা,—ছ'টা পয়সা হক্কের সুদ আদায় কর্‌তে ব্যাটাদের কাছে কি ছ্যাঁচ্‌ড়াপানাই না কর্‌তে হয় ? তা, এ পাট-টা বিক্রী না হয়ে গেলে আর চাঁদা দেবার সুবিধে—"

অপূর্ব্বর রাগে ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল ; বলিল, "সুবিধে হবে এখানেও ধোপা-নাপিত বন্ধ হ'লে। ব্যাটা পিশাচ সর্ব্বাঙ্গে ছিটে-ফোঁটা কেটে জাত হারিয়ে বোষ্টম হয়েছেন,—আচ্ছা !"

বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা আঙুল তুলিয়া শাসাইয়া কহিল, "বারুইপুরের রাখালদাস বাবু আমাদের কুটুম—মনে থাকে যেন বৈরাগী !"

বুড়া বৈরাগী এই অভাবনীয় কাণ্ডে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। বিদেশী ছেলেদের অকস্মাৎ এত ক্রোধের হেতু সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। অপূর্ব্ব বলিল, "গরীবদের রক্ত শুষে সুদ খাওয়া তোমার বার কোর্‌ব, তবে ছাড়্‌ব।"

নফ্‌রা তখনও বসিয়া ছিল ; তাহার কাছায়-বাঁধা পয়সা-দুটা আদায় করার রাগে মনে-মনে ফুলিতেছিল ; সে কহিল, "যা কইলেন কর্ত্তা, তা ঠিক। বৈরাগী ত নয়—পিচেশ ! চোখে দেখ্‌লেন ত, কি কোরে মোর পয়সা-দুটা আদায় দিলে !"

বুড়ার লাঞ্ছনায়, উপস্থিত সকলেই মনে-মনে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তাহাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বিপিন উৎসাহিত হইয়া চোখ টিপিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমরা ত ভেতরের কথা জানো

না ;—কিন্তু, আমাদের গাঁয়ের লোক,—আমরা সব জানি। কি গো বুড়ো, আমাদের গাঁয় কেন তোমার ধোপা-নাপ্‌তে বন্ধ হয়েছিল বোল্‌ব ?"

খবরটা পুরাতন। সবাই জানিত, একাদশী সদ্‌গোপের ছেলে—জাত বৈষ্ণব নহে। তাহার একমাত্র বৈমাত্র ভগিনী প্রলোভনে পড়িয়া কুলের বাহির হইয়া গেলে, একাদশী অনেক দুঃখে অনেক অনুসন্ধানে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু এই কদাচারে গ্রামের লোক বিস্মিত ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তথাপি একাদশী মা-বাপ-মরা এই বৈমাত্র ছোট বোন্‌টিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না; ইহাকেই সে শিশুকাল হইতে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল; তাহার ঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছিল; আবার অল্প বয়সে বিধবা হইয়া গেলে, দাদার ঘরেই সে আদরে যত্নে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বয়স এবং বুদ্ধির দোষে সেই ভগিনীর এত বড় পদস্খলনে বৃদ্ধ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল; আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ঘুরিয়া অবশেষে যখন তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, তখন গ্রামের লোকের নিষ্ঠুর অনুশাসন মাথায় তুলিয়া লইয়া, তাহার এই লজ্জিতা, একান্ত অনুতপ্তা, দুর্ভাগিনী ভগিনীটিকে আবার গৃহের বাহির করিয়া দিয়া, নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে একাদশী কোনমতেই রাজী হইতে পারিল না। অতঃপর গ্রামে তাহার ধোবা-নাপিত-মুদী প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল। একাদশী নিরুপায় হইয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়া এই বারুইপুরে পলাইয়া আসিল। কথাটা সবাই জানিত; তথাপি আর একজনের মুখ হইতে আর একজনের কলঙ্ক-কাহিনীর মাধুর্য্যটা উপভোগ করিবার জন্য সবাই

উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। কিন্তু একাদশী লজ্জায়, ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া গেল। তাহার নিজের জন্য নয়, ছোট বোনটির জন্য। প্রথম-যৌবনের অপরাধ গৌরীর বুকের মধ্যে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল, আজিও যে তাহা তেমনি আছে, তিলার্দ্ধও শুষ্ক হয় নাই, বৃদ্ধ তাহা ভাল-রূপেই জানিত। পাছে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও তাহার কানে গিয়া সেই ব্যথা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় একাদশী বিবর্ণ-মুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তাহার এই সকরুণ দৃষ্টির নীরব মিনতি আর কাহারও চক্ষে পড়িল না, কিন্তু, অপূর্ব্ব হঠাৎ অনুভব করিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল।

বিপিন বলিতে লাগিল, "আমরা কি ভিখিরী যে, দুকোশ পথ হেঁটে এই রৌদ্রে চারগণ্ডা পয়সা ভিক্ষে চাইতে এসেচি! তাও আবার আজ নয়,—কবে ওঁর কোন্ খাতকের পাট বিক্রী হবে, সেই খবর নিয়ে আমাদের আর একদিন হাঁট্‌তে হবে। তবে যদি বাবুর দয়া হয়! কিন্তু, লোকের রক্ত শুষে সুদ খাও বুড়ো, মনে করেচ জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না? আমি এখানেও না তোমার হাড়ির হাল করি ত আমার নাম বিপিন ভট্‌চার্য্যিই নয়! ছোট জাতের পয়সা হয়েচে ব'লে চোখে-কানে আর দেখ্‌তেই পাও না? চল হে অপূর্ব্ব, আমরা যাই—তার পরে যা জানি, করা যাবে।" বলিয়া সে অপূর্ব্বর হাত ধরিয়া টান্ দিল।

বেলা এগারোটা বাজিয়া গিয়াছিল; বিশেষতঃ এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া অপূর্ব্বর অত্যন্ত পিপাসা বোধ হওয়ায় কিছুক্ষণ পূর্ব্বে চাকরটাকে সে জল আনিতে বলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর কলহ-বিবাদে সে

কথা মনে ছিল না। কিন্তু তাহারই তৃষ্ণার জল একহাতে এবং অন্য হাতে রেকাবিতে গুটি কয়েক বাতাসা লইয়া একটি সাতাশ-আটাশ বছরের বিধবা মেয়ে পাশের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে তাহার জল চাওয়ার কথা স্মরণ হইল! গৌরীকে ছোট জাতের মেয়ে বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। পরণে গরদের কাপড়; স্নানের পর বোধ করি সে এইমাত্র আহ্নিক করিতে বসিয়াছিল,—ব্রাহ্মণ জল চাহিয়াছে, চাকরের কাছে শুনিয়া, সে আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। কহিল, "আপনাদের কে জল চেয়েছিলেন যে!"

বিপিন কহিল, "পাটের শাড়ী প'রে এলেই বুঝি তোমার হাতে জল খাবো আমরা? অপূর্ব্ব, ইনিই সেই বিশ্বেশ্বরী হে!"

চক্ষের নিমিষে মেয়েটির হাত হইতে বাতাসার রেকাবিটা ঝনাৎ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল এবং সেই অসীম লজ্জা চোখে দেখিয়া অপূর্ব্ব নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সক্রোধে বিপিনকে একটা কনুয়ের গুঁতো মারিয়া কহিল, "এ সব কি বাঁদ্‌রামী হচ্চে! কাণ্ডজ্ঞান নেই?"

বিপিন পাড়াগাঁয়ের মানুষ—কলহের মুখে অপমান করিতে নর-নারী-ভেদাভেদ-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত নিরপেক্ষ বীরপুরুষ। সে অপূর্ব্বর খোঁচা খাইয়া আরও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। চোখ রাঙাইয়া হাঁকিয়া কহিল, "কেন, মিছে কথা বল্‌চি না কি? ওর এত বড় সাহস যে, বামুনের ছেলের জন্যে জল আনে? আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারি জানো?"

অপূর্ব্ব বুঝিল, আর তর্ক নয়। অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। কহিল, "আমিই আন্‌তে বলেছিলুম বিপিন, তুমি না জেনে অনর্থক ঝগড়া কোরো না; চল, আমরা এখন যাই।"

গৌরী রেকাবিটি কুড়াইয়া লইয়া, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নিঃশব্দে দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। তথা হইতে কহিল, "দাদা, এঁরা যে কিসের চাঁদা নিতে এসেছিলেন, তুমি দিয়েচ ?"

একাদশী এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিহ্বলের ন্যায় বসিয়াছিল, ভগিনীর আহ্বানে চকিত হইয়া বলিল, "না ; এই যে দিই দিদি।"

অপূর্ব্বর প্রতি চাহিয়া হাতযোড় করিয়া কহিল, "বাবু মশাই, আমি গরীব মানুষ ; চার আনাই আমার পক্ষে ঢের—দয়া কোরে নিন।"

বিপিন পুনরায় কি একটা কড়া জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিল, অপূর্ব্ব ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল ; কিন্তু, এত কাণ্ডর পরে সেই চার আনার প্রস্তাবে তাহার নিজেরও অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল। আত্ম-সংবরণ করিয়া কহিল, "থাক্ বৈরাগী, তোমার কিছু দিতে হবে না।"

একাদশী বুঝিল, ইহা রাগের কথা ; একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কলিকাল! বাগে পেলে কেউ কি কারও ঘাড় ভাঙ্‌তে ছাড়ে! দাও ঘোষাল মশাই, পাঁচগণ্ডা পয়সাই খাতায় খরচ লেখো! কি আর কোর্‌বে বল!" বলিয়া বৈরাগী পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া অপূর্ব্বর এবার হাসি পাইল। এই কুসীদজীবী বৃদ্ধের পক্ষে চার আনা এবং পাঁচ আনার মধ্যে কত বড় যে প্রকাণ্ড প্রভেদ, তাহা সে মনে মনে বুঝিল ; মৃদু হাসিয়া কহিল, "থাক্ বৈরাগী, তোমার দিতে হবে না। আমরা চার-পাঁচ আনা পয়সা চাঁদা নিইনি। আমরা চল্লুম।"

কি জানি কেন, অপূর্ব্ব একান্ত আশা করিয়াছিল, এই পাঁচ আনার বিরুদ্ধে দ্বারের অন্তরাল হইতে অন্ততঃ একটা প্রতিবাদ আসিবে।

তাহার অঞ্চলের প্রান্তটুকু তখনও দেখা যাইতেছিল ; কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। যাইবার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব যথার্থই ক্ষোভের সহিত মনে মনে কহিল, "ইহারা বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। দান করা সম্বন্ধে পাঁচ আনা পয়সার অধিক ইহাদের ধারণাই নাই। পয়সাই ইহাদের প্রাণ, পয়সাই ইহাদের অস্থি-মাংস, পয়সার জন্য ইহারা করিতে পারে না, এমন কাজ সংসারে নাই।"

অপূর্ব্ব সদলবলে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, একটি বছরদশেকের ছেলের প্রতি অনাথের দৃষ্টি পড়িল। ছেলেটির গলায় উত্তরীয়, বোধ করি পিতৃ-বিয়োগ কিংবা এম্‌নি কিছু একটা ঘটিয়া থাকিবে। তাহার বিধবা জননী বারান্দায় খুঁটির আড়ালে বসিয়াছিল। অনাথ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পুঁটে, তুই যে এখানে ?"

পুঁটে আঙুল দেখাইয়া কহিল, "আমার মা ব'সে আছেন। মা বল্‌লেন, আমাদের অনেক টাকা ওঁর কাছে জমা আছে।" বলিয়া সে একাদশীকে দেখাইয়া দিল। কথাটা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও কৌতূহলী হইয়া উঠিল। ইহার শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়, দেখিবার জন্য অপূর্ব্ব নিজের আকণ্ঠ পিপাসা সত্ত্বেও বিপিনের হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

একাদশী প্রশ্ন করিল, "তোমার নামটি কি বাবা ? বাড়ী কোথায় ?"

ছেলেটি কহিল, "আমার নাম শশধর ; বাড়ী ওঁদের গাঁয়ে—কালীদহে।"

"তোমার বাবার নামটি কি ?"

ছেলেটির হইয়া এবার অনাথ জবাব দিল ; কহিল, "এর বাপ অনেক

দিন মারা গেছে। পিতামহ রামলোচন চাটুয্যে ছেলের মৃত্যুর পর সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়াছিলেন ; সাত বৎসর পরে মাস খানেক হ'ল ফিরে এসেছিলেন। পরশু এদের ঘরে আগুন লাগে, আগুন নিবোতে গিয়ে বৃদ্ধ মারা পড়েচেন। আর কেউ নেই, এই নাতিটিই শ্রাদ্ধাধিকারী।"

কাহিনী শুনিয়া সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিল, শুধু একাদশী চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে প্রশ্ন করিল, "টাকার হাতচিঠা আছে? যাও, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো।"

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া কহিল, "কাগজপত্র কিচ্ছু নেই—সব পুড়ে গেছে।"

একাদশী প্রশ্ন করিল, "কত টাকা?"

এবার বিধবা অগ্রসর হইয়া আসিয়া মাথার কাপড়টা সরাইয়া জবাব দিল, "ঠাকুর মর্‌বার আগে ব'লে গেছেন, পাঁচশ টাকা তিনি জমা রেখে তীর্থ-যাত্রা করেন। বাবা, আমরা বড় গরীব ; সব টাকা না দাও, কিছু আমাদের ভিক্ষে দাও," বলিয়া বিধবা টিপিয়া-টিপিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘোষাল মশাই এতক্ষণ খাতা-লেখা ছাড়িয়া একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিলেন ; তিনিই অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "বলি, কেউ সাক্ষী-টাক্ষী আছে?"

বিধবা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না। আমরাও জান্‌তাম না। ঠাকুর গোপনে টাকা জমা রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।"

ঘোষাল মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "শুধু কাঁদ্‌লেই ত হয় না বাপু! এ-সব মবলগ্ টাকাকড়ির কাণ্ড যে! সাক্ষী নেই, হাতচিঠা নেই, তা'হলে কি রকম হবে বল দেখি?"

বিধবা ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু কান্নার ফল যে কি হইবে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। একাদশী এবার কথা কহিল; ঘোষালের প্রতি চাহিয়া কহিল, "আমার মনে হচ্চে যেন, পাঁচশ টাকা কে জমা রেখে আর নেয় নি। তুমি একবার পুরোনো খাতাগুলো খুঁজে দেখ দিকি, কিছু লেখা-টেখা আছে না কি?"

ঘোষাল ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "কে এত বেলায় ভূতের ব্যাগার খাট্‌তে যাবে বাবু? সাক্ষী নেই, রসিদ-পত্তর নেই—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্বারের অন্তরাল হইতে জবাব আসিল, "রসিদ-পত্তর নেই ব'লে কি ব্রাহ্মণের টাকাটা মারা যাবে না কি? পুরোনো খাতা দেখুন—আপনি না পারেন আমাকে দিন, দেখে দিচ্চি।"

সকলেই বিস্মিত হইয়া দ্বারের প্রতি চোখ তুলিল; কিন্তু যে হুকুম দিল, তাহাকে দেখা গেল না।

ঘোষাল নরম হইয়া কহিল, "কত বচ্ছর হয়ে গেল মা! এতদিনের খাতা খুঁজে বার করা ত সোজা নয়! খাতাপত্তরের আণ্ডিল! তা জমা থাকে, পাওয়া যাবে বৈ কি!" বিধবাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "তুমি বাছা কেঁদো না,—হক্কের টাকা হয় ত, পাবে বৈ কি। আচ্ছা, কা'ল একবার আমাদের বাড়ী যেয়ো; সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রে খাতা দেখে বার কোরে দেব। আজ এত বেলায় ত আর হবে না!"

বিধবা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, "আচ্ছা বাবা, কা'ল সকালেই আপনার ওখানে যাবো।"

'যেয়ো' বলিয়া ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া সম্মুখের খোলা খাতা সেদিনের মত বন্ধ করিয়া ফেলিল।

কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের ছলে বিধবাকে বাড়ীতে আহ্বান করার অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অন্তরাল হইতে গৌরী কহিল, "আট বছর আগের—তাহ'লে ১৩০১ সালের খাতাটা একবার খুলে দেখুন ত, টাকা জমা আছে কি না?"

ঘোষাল কহিলেন, "এত তাড়াতাড়ি কিসের মা!"

গৌরী কহিল, "আমাকে দিন, আমি দেখে দিচ্চি। ব্রাহ্মণের মেয়ে দু'কোশ হেঁটে এসেচেন—দু'কোশ এই রৌদ্রে হেঁটে যাবেন, আবার কা'ল আপনার কাছে আস্‌বেন;—এত হাঙ্গামায় কাজ কি ঘোষাল-কাকা?"

একাদশী কহিল, "সত্যিই ত ঘোষাল মশাই; ব্রাহ্মণের মেয়েকে মিছামিছি হাঁটানো কি ভালো? বাপ্‌ রে! দাও, দাও, চট্‌পট্‌ দেখে দাও।"

ক্রুদ্ধ ঘোষাল তখন রুষ্ট মুখে উঠিয়া গিয়া পাশের ঘর হইতে ১৩০১ সালের খাতা বাহির করিয়া আনিলেন। মিনিট-দশেক পাতা উল্টাইয়া হঠাৎ ভয়ানক খুসী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ! আমার গৌরী মায়ের কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি! ঠিক এক সালের খাতাতেই জমা পাওয়া গেল! এই যে রামলোচন চাটুয্যের জমা পাঁচশ—"

একাদশী কহিল, "দাও, চট্‌পট্‌ সুদটা ক'ষে দাও, ঘোষাল মশাই।"

ঘোষাল বিস্মিত হইয়া কহিল, "আবার সুদ?"

একাদশী কহিল, "বেশ, দিতে হবে না! টাকাটা এতদিন খেটেচে ত, বোসে ত থাকেনি। আট বছরের সুদ—এই ক'মাস সুদ বাদ পড়্‌বে।"

তখন সুদে-আসলে প্রায় সাড়ে সাতশ' টাকা হইল। একাদশী ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "দিদি, টাকাটা তবে সিন্দুক থেকে বা'র কোরে আন্। হাঁ বাছা, সব টাকাটাই একসঙ্গে নিয়ে যাবে ত?"

বিধবার অন্তরের কথা অন্তর্যামী শুনিলেন; চোখ মুছিয়া প্রকাশ্যে কহিল, "না বাবা, অত টাকায় আমার কাজ নেই; আমাকে পঞ্চাশটি টাকা এখন শুধু দাও।"

"তাই নিয়ে যাও মা। ঘোষাল মশাই, খাতাটা একবার দাও, সই কোরে নিই; আর বাকি টাকার তুমি একটা চিঠি ক'রে দাও।"

ঘোষাল কহিল, "আমিই সই কোরে নিচ্চি। তুমি আবার—"

একাদশী কহিল, "না—না, আমাকেই দাও না ঠাকুর,—নিজের চোখে দেখে দিই।" বলিয়া খাতা লইয়া অর্দ্ধ-মিনিট চোখ বুলাইয়া হাসিয়া কহিল, "ঘোষাল মশাই, এই যে একজোড়া আসল মুক্তো ব্রাহ্মণের নামে জমা রয়েচে। আমি জানি কি না—ঠাকুর মশাই আমাদের সব সময়ে চোখে দেখ্‌তে পায় না," বলিয়া একাদশী দরজার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। এতগুলি লোকের সুমুখে মনিবের মুখের এই ব্যঙ্গোক্তিতে ঘোষালের মুখ কালি হইয়া গেল।

সে দিনের সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইলে, অপূর্ব্ব সঙ্গীদের লইয়া যখন উত্তপ্ত পথের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল, তখন তাহার মনের মধ্যে একটা বিপ্লব চলিতেছিল। ঘোষাল সঙ্গে ছিল; সে সবিনয় আহ্বান করিয়া কহিল, "আসুন, গরীবের ঘরে অন্ততঃ একটু গুড় দিয়েও জল খেয়ে যেতে হবে।"

অপূর্ব্ব কোন কথা না কহিয়া নীরবে অনুসরণ করিল। ঘোষালের

গা জ্বলিয়া যাইতেছিল ; সে একাদশীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "দেখ্‌লেন, ছোটলোক ব্যাটার আস্পর্দ্ধা ! আপনাদের মত ব্রাহ্মণ-সন্তানদের পায়ের ধূলো পড়েচে, হারামজাদার ষোল-পুরুষের ভাগ্যি ; ব্যাটা পিশেচ কি না, পাঁচগণ্ডা পয়সা দিয়ে ভিখিরী বিদেয় করতে চায় !"

বিপিন কহিল, "দু'দিন সবুর করুন না ; হারামজাদা মহাপাপীর ধোপা-নাপ্‌তে বন্ধ ক'রে পাঁচগণ্ডা পয়সা দেওয়া বা'র ক'রে দিচ্চি। রাখালবাবু আমাদের কুটুম, সে মনে রাখ্‌বেন ঘোষাল মশাই।"

ঘোষাল কহিল, "আমি ব্রাহ্মণ। দু'বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক না কোরে জল-গ্রহণ করি নে, দুটো মুক্তোর জন্যে কি রকম অপমানটা দুপুর বেলায় আমাকে করলে, চোখে দেখ্‌লেন ত। ব্যাটার ভাল হবে? মনেও কোরবেন না। সে বেটী—যারে ছুঁলে নাইতে হয়,—কি না বামুনের ছেলের তেষ্টার জল নিয়ে আসে ! টাকার গুমরটা কি রকম হয়েচে, একবার ভেবে দেখুন দেখি !"

অপূর্ব্ব এতক্ষণ একটা কথাতেও কথা যোগ করে নাই ; সে হঠাৎ পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, "অনাথ, আমি ফিরে চল্‌লুম ভাই—আমার ভারি তেষ্টা পেয়েচে !"

ঘোষাল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "ফিরে কোথায় যাবেন? ঐ ত আমার বাড়ী দেখা যাচ্চে।"

অপূর্ব্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, "আপনি এদের নিয়ে যান,—আমি যাচ্চি ঐ একাদশীর বাড়ীতেই জল খেতে !"

একাদশীর বাড়ীতে জল খেতে ! সকলেই চোখ কপালে তুলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বিপিন তাহার হাত ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল,

"চল, চল,—দুপুর রোদ্দুরে রাস্তার মাঝখানে আর ঢঙ্ করতে হবে না। তুমি সেই পাত্রই বটে! তুমি খাবে একাদশীর বোনের ছোঁয়া জল!"

অপূর্ব্ব হাত টানিয়া লইয়া দৃঢ়-স্বরে কহিল, "সত্যিই আমি তার দেওয়া সেই জলটুকু খাবার জন্যে ফিরে যাচ্চি। তোমরা ঘোষাল মশায়ের ওখান থেকে খেয়ে এসো,—ঐ গাছতলায় আমি অপেক্ষা কোরে থাকব।"

তাহার শান্ত স্থির কণ্ঠস্বরে হতবুদ্ধি হইয়া ঘোষাল কহিল, "এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তা জানেন?"

অনাথ কহিল, "ক্ষেপে গেলে না কি?"

অপূর্ব্ব কহিল, "তা জানি নে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় ত সে তখন ধীরে সুস্থে ভাবা যাবে। কিন্তু এখন ত পারলাম না"—বলিয়া সে এই খর রৌদ্রের মধ্যে দ্রুতপদে একাদশীর বাড়ীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

IMPERIAL

প্রতিভাশালী লেখক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থাবলী

শরৎবাবুর প্রত্যেক বহিখানিই মনোমুগ্ধকর।

ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই

অতি সুন্দর

১।	বিন্দুর ছেলে	১৷৷০
২।	বড়দিদি	৸০
৩।	মেজদিদি	১৷০
৪।	বিরাজ বৌ	১৷০
৫।	পল্লী-সমাজ [আট আনা সংস্করণ]	৷৷০
৬।	বৈকুণ্ঠের উইল	১৲
৭।	পণ্ডিত মশাই	১৷০
৮।	অরক্ষণীয়া [আট আনা সংস্করণ]	৷৷০
৯।	চন্দ্রনাথ	৷৷০
১০।	পরিণীতা	১৲
১১।	শ্রীকান্ত	১৷৷০
১২।	নিষ্কৃতি	৷৷০
১৩।	দেবদাস	১৷০
১৪।	কাশীনাথ	১৷৷০
১৫।	চরিত্রহীন	৩৷৷০
১৬।	স্বামী	৸০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা